জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

৪২ উমরাহযাত্রীর মৃত্যু

তীর্থযাত্রা পরিণত হল শোকযাত্রায়। সোমবার সৌদি আরবে মদিনাগামী বাস ও তেলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে ২০ মহিলা ও ১১ শিশু-সহ ভারতীয় উপমহাদেশের ৪২ উমরাহযাত্রীর মৃত্যু

শীতের ছন্দপতন

পুবালি হাওয়ায় শীতের ছন্দপতন। বাড়ল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। সাগরে ঘূর্ণাবর্তের জেরে রাজ্যের দক্ষিণে পশ্চিমি শীতল হাওয়ার প্রভাব কমছে। পুবালি হাওয়ার জেরে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী

অসুস্থ মমতাবালা, এসআইআর নিয়ে অনশন প্রত্যাহার মতুয়াদের

১০০ দিনের কাজ শুরু না হওয়ায় আদালত বলল মামলা করুন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭৩ ● ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 173 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 18 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ব্রাত্যর জবাব

নিয়ম মেনেই ডাকা হয়েছে সব প্রার্থীদের

প্রতিবেদন : এসএসসির ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়ার তালিকায় দাগিরাও রয়েছেন। বিরোধীদের আনা এই অভিযোগ পত্রপাঠ উড়িয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সোমবার এই নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কমিশনের ইন্টারভিউয়ে ডাকা প্রার্থীদের তালিকায় একজন দাগিরও নাম নেই। যেগুলি নিয়ে অভিযোগ উঠছে সেখানে মাত্র দুটি উদাহরণ রয়েছে। একজনের জন্ম ৯৭ সালে, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে তিনি কীভাবে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দিলেন। ব্রাত্য বলেন, হয়তো তিনি

কোনও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দিয়েছেন। কমিশন সবটাই ভেরিফিকেশন করবে। সেজন্যই তাঁদের ডাকা হয়েছে। যদি দেখা যায় তাঁরা সঠিক নিয়ম মেনে করেননি, তাহলে বাদ যাবেন। এছাড়া আরও একজন প্রার্থীকে নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাবে ব্রাত্য বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়েই বলা ছিল প্রতিবন্ধীদের ডাকা যাবে। সেটা মেনেই ওই প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে। এরকম উদাহরণও একটাই আছে— বলেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, এই গোটা বিষয়টি কমিশনের আইনজীবীরা খতিয়ে দেখছেন। তারপর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের যা রায় আছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ নিয়ে মামলার প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মামলা যে কেউ করতেই পারেন। এ-নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। এসএসসির আইনজীবীরা আছেন, তাঁরা (এরপর ১২ পাতায়)

দার্জিলিং নিয়ে অসাংবিধানিক মধ্যস্থতাকারীকে সরান

প্রত্যাহার করুন নির্দেশ

প্রতিবেদন : রাজ্যকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে পাহাড় তথা দার্জিলিং নিয়ে আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক, বেআইনি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নির্লজ্জ আঘাত বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফের কড়া ভাষায় চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মোদিকে কড়া চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার, নবান্ন থেকে পাঠানো এই চিঠিতে, অবিলম্বে এই স্বৈরাচারী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড়ি অঞ্চলের ও তরাই-ডুয়ার্সের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ঘিরে বহুদিন ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ চলছে। গত

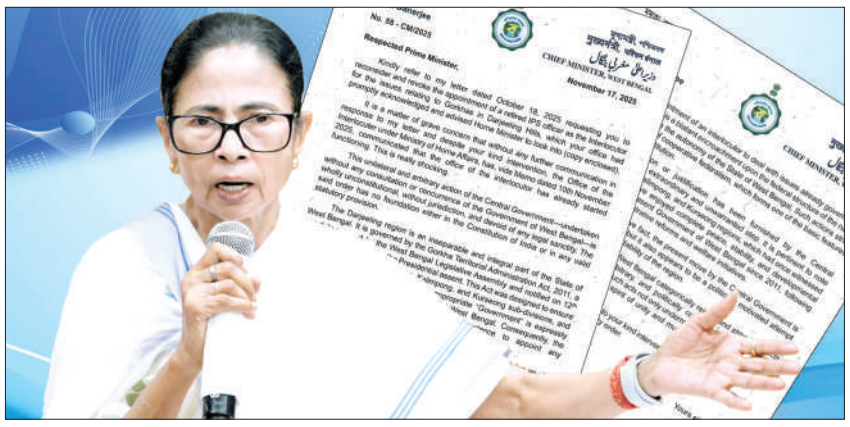

অক্টোবর মাসে প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজকুমার সিং-কে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

এই নিয়োগ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার পরেও নিজের অবস্থানে অনড় থাকে কেন্দ্র। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চাকরির ইন্টারভিউ

তোমার নাম? রাম নাম
তোমার ঠিকানা? অজ্ঞাত ধাম
তোমার বয়স? তিন, তিনে-ছক্কা
তোমার শিক্ষা? রাম নাম দীক্ষা
বাবার নাম? বলতে নেই
একসচেঞ্জের নাম্বার? দেখতে নেই
চাকরি করবে? চাকর-বাকর
মাইনে কত? গালে থাপ্পড়
ইংরেজি জানো? ইঞ্জিনিয়ার স্যার
কমপিউটার মানে? কমপাউন্ডার
বাবা কোথায়? বাগবাজারে
তুমি কোথায়? ঠগ ভাগাড়ে
চাকরি হবে না? বেঁচে গেলাম স্যার
ভবিষ্যৎ কী? হরিনাম জপার।

'সার' আতঙ্কে ফের মৃত তিন

■ এসআইআর-আতঙ্কে একইদিনে তিন মৃত্যু বাংলায়। কলকাতা, দমদম ও আগরপাড়ায় এসআইআর-এর আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ভুগে তিনজনের প্রাণহানি। একদিকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম না দেখতে পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী মাঝবয়সি বৈদ্যনাথ হাজরা। দুশ্চিন্তায় ভুগে সোমবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী যমুনা মণ্ডল। আবার আগরপাড়ায় এসআইআর-এর ফর্ম আনতে গিয়ে বৃদ্ধ প্রশান্ত দত্তের দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বিএলও। (বিস্তারিত ভিতরে)

টুকলিবাজ বিজেপি

প্রতিবেদন : টুকলি করতে করতে নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌঁছে গেল বিজেপি। কন্যাশ্রীর নকল হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নকল হয়েছে। এবার সরাসরি মা ক্যান্টিনের নকল করে ফেলল মোদি-শাহর বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রেন-চাইল্ড মা ক্যান্টিনকে নকল করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা চালু করলেন অটল ক্যান্টিন। নামটাই খালি আলাদা, বাকি সব এক। ৫ টাকায় ভরপেট খাবারের ব্যবস্থা। দিল্লির ১০০টি এলাকায় দিনে দু'বার ৫০০ করে হাজার মানুষকে খাওয়ানোর পরিকল্পনা। মা ক্যান্টিনকে নির্লজ্জের মতো নকল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালে কোভিডের সময় এই ক্যান্টিন শুরু করেন। টানা চার বছর চলছে। প্রমাণিত হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ যা ভাবেন, কাল তা বিজেপি ভাবে।

বাংলায় টেলিমেডিসিনে বিপ্লব, ৭ কোটি মানুষ উপকৃত, এক্সে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় সৃষ্টি হল নয়া ইতিহাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে টেলিমেডিসিন কনসালটেন্সি ৭ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করল। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এ খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় সৃষ্টি হল এক যুগান্তকারী মাইলফলক। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা-সহ সব জায়গায় স্বাস্থ্য উদ্যোগ ৭ কোটি টেলিকনসালটেশন অতিক্রম করেছে, যা এক বিরল নজির। ১১,০০০ + সেন্টার, (এরপর ১২ পাতায়)

হাসিনাকে ফাঁসির সাজা আজ বাংলাদেশে বন্‌ধ

রায় পক্ষপাতদুষ্ট : মুজিবকন্যা

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া নিবাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শেষপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডই দিল সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও। আর এক অভিযুক্ত প্রাক্তন পুলিশকর্তা আল মামুন রাজসাক্ষী হওয়ায় কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করে তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তিনিই হেফাজতে রয়েছেন এখনও। সোমবার রায়ের পরে বাংলাদেশের সরকারপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, রায়ের কপি তুলে দেওয়া হতে পারে ভারত সরকারের হাতে। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন না হাসিনা।

মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনে দেশান্তরী শেখ হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করে সাফ জানিয়ে দিলেন, এই রায় পক্ষপাতদুষ্ট। এদিকে এই রায়ের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাংলাদেশ বন্‌ধের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ।

এদিন হাসিনাকে ৩টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। উসকানি দেওয়া, হত্যার নির্দেশ এবং দমনপীড়ন আটকাতে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখা। তারপরেই শোনায় ফাঁসির সাজা। হাসিনার আইনজীবীদের দাবি, কোনও হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়নি আন্দোলন দমন করতে। কাউকে অপমান করেননি হাসিনা। আন্দোলন দমন করতে সরাসরি (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 November, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭৮ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ওরফে ডিজি (১৮৯৩-১৯৭৮) এদিন প্রয়াত হন। চিত্রশিল্পী, মূকাভিনেতা, বহুরূপী সজ্জায় বিশেষজ্ঞ, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, কৌতুকশিল্পী ও সংস্থা-সংগঠক হিসেবে তিনি জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। মোট ২৪টি নির্বাক ও ২৫টি সবাক ছবি করেছিলেন। ৪০ বছর সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষ ছবি 'কার্টুন' (১৯৫৮)। আশি বছর বয়সে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'অলীকবাবু' নাটকে তরুণ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ও পদ্মভূষণ।

১৮৪৩ মিসেস লিচ

এদিন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। সমকালের কলকাতা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। সাঁ সুসি রঙ্গমঞ্চে এদিন 'হ্যান্ডসাম হাজব্যান্ড' নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল। ব্যাক স্টেজে রাখা প্রদীপের শিখা থেকে লিচের কাপড়ে আগুন লেগে যায়। ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এখন যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সেখানেই ছিল সাঁ সুসি থিয়েটার। সঙ্গের ছবিটি মিসেস লিচের সমাধি। এটি ভবানীপুরের মিলিটারি সিমেট্রিতে অবস্থিত।

১৯১০ বটুকেশ্বর দত্ত

(১৯১০-১৯৬৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ৮ অগাস্ট, ১৯২৯-এ দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের গ্যালারি থেকে বোমা ছোঁড়েন ও লিফলেট ছড়িয়ে দেন। সেই প্রথম ভারতের বুকে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' স্লোগান শোনা গিয়েছিল। এর পর আত্মসমর্পণ। স্বাধীনতা লাভের পর পাটনায় থাকতেন। শেষ জীবনে জীবিকার জন্য ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৬৯ বিমানবিহারী মজুমদার

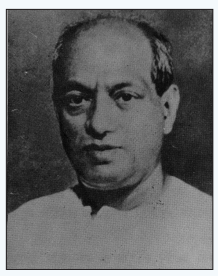

(১৯০০-১৯৬৯) এদিন প্রয়াত হন। 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গবেষণা-গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছাড়াও বহু গ্রন্থ সম্পাদনা ও সংকলন করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' ইত্যাদি।

১৮৯৮ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

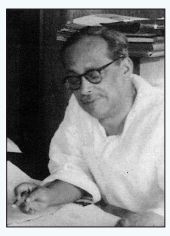

(১৮৯৮-১৯৫৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ থেকে বিশ্বভারতীর চিনাভবনের গবেষণা বিভাগে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ১৯৫৪-তে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। কর্মরত অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৭৩ বাঘ এদিন ভারতের জাতীয় পশু হিসেবে স্বীকৃত হয়। বাঘ ভারতের 'নিজস্ব' প্রাণী। বস্তুত, ভারতকে পৃথিবীর একমাত্র দেশ বলে গণ্য করা হয় যেখানে বাঘকে তার প্রাকৃতিক বাসভূমিতে পাওয়া যায়, অন্য যেসব দেশে বাঘ আছে সেখানে তারা 'বহিরাগত'। ভারতে ১৭টি রাজ্যে বাঘ আছে।

১৯৭৮ জোন্সটাউন গণহত্যা

সংঘটিত হয় এদিন। ১৯৫০-এর দশকে জিম জোন্স একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী তৈরি করেন। এদিন গায়নাতে এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রায় ৯০০ জন অনুগামী হয় আত্মহত্যা করেন নয় নিহত হন।

১৭২৭ গোলাপি শহর জয়পুরের প্রতিষ্ঠাদিবস। অম্বরের মহারাজা সওয়াই দ্বিতীয় জয় সিং এটি প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের স্থপতি ছিলেন বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। বিদ্যাধর জ্যোতিষ, পূর্তবিদ্যা ও রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন। বাস্তুশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র মেনে তিনি এই শহরের নকশা তৈরি করেছিলেন।

১৭ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৬১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৫৮	৮৮.০৯
ইউরো	১০৪.১২	১০২.২২
পাউন্ড	১১৮.৬৩	১১৫.৯৮

নজরকাড়া ইনস্টা

শিল্পা শেঠি

পাওলি দাম

কর্মসূচি

■ গতকাল পিংলা বিধানসভার পিংলা ব্লকের প্রত্যন্ত কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে বিশদে বলার পর সোমবার পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লক টিএমসির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনা করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে এসআইআরের সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন বিধায়ক অজিত মাইতি। এসআইআরের কাজে পিংলা বিধানসভা ২ স্থানে থাকার জন্য সব টিএমসি কর্মীকে ধন্যবাদ জানালেন বিধায়ক।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৯

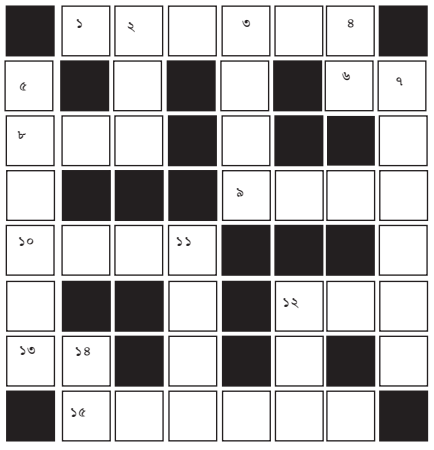

পাশাপাশি : ১. সর্বস্ব ৬. নতুন, নয়া ৮. ক্ষুদ্র মালা ৯. ধানুকি ১০. প্রণাম, অভিবাদন ১২. যাতে প্রবৃত্তি হয় না ১৩. অসংখ্য ১৫ ভূসম্পত্তি বা জমিজমা বিষয়ক।

উপর-নিচ : ২. শলাকা, ছুঁচ ৩. পক্ষ সমর্থন ৪. ঘাসে ঢাকা জমি ৫. হিসাবরক্ষক ৭. বন্ধুজনের পক্ষে মানানসই ১১. গিরিমাটি ১২. পয়মন্ত নয় এমন ১৪. অন্ধকার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৮ : পাশাপাশি : ২. পথচলতি ৫. তাপমাত্রা ৬. ঘাতক ৭. মহরত ৯. আরদালি ১২. ভয়াল ১৩. বাচনিক ১৪. কারণজল। **উপর-নিচ :** ১. শীতাগম ২.পত্রাঘাত ৩. চটকদার ৪. তির্যক ৮. রত্নাভরণ ৯. আলবাল ১০. লিপিকর ১১. ঝল্লিকা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

18 November, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

সদ্যোজাতর মায়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বাচ্চা নিয়ে উধাও এক মহিলা। শহরের একটি শিশু হাসপাতালের ঘটনা। ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের শিশুর পরিবারের

বিজেপির হয়ে ‘রিগিং’ কমিশনের

এসআইআরের ফর্ম বিলিতেও কারচুপি!

প্রতিবেদন : ফর্ম বিলিতেও কারচুপি করা হচ্ছে! এসআইআরের নামে বিজেপির হয়ে কার্যত ‘রিগিং’ চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ফর্ম বিলিতে কারচুপির জন্য বিএলও-দের উপরেও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিজেপি এবং কমিশনারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল এবার। এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে, এনুমারেশন ফর্ম বিলি নিয়ে মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর তথ্য জানাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ৯৯.৪২ শতাংশ ফর্ম বিলির কথা বলা হলেও, বাস্তবে ৮০-৮২ শতাংশের বেশি ফর্ম বিলি হয়নি বলেই অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন, অতিরিক্ত প্রায় ১৮-১৯ শতাংশ ফর্ম বিলির তথ্য কোথা থেকে পেল নির্বাচন কমিশন? বিজেপির স্বার্থে এটা কমিশনের প্রকাশ্যে ডাকাতি। কার্যত রিগিং চালানো হচ্ছে। উঠে এসেছে আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ, এনুমারেশন ফর্ম বিলি বাকি থাকলেও তা ১০০ শতাংশ বিলি হয়ে গিয়েছে বলে অ্যাপে দেখানোর জন্য বিএলও-দের আমানবিক চাপ দিচ্ছে কমিশন। এই চাপে রবিবারও বেশ কয়েকজন বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর দায় কি নির্বাচন কমিশন নেবে? তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, এসআইআরের নামে ভোটার লিস্টে কারচুপি করে বিজেপি বাংলা দখল করতে পারবে না। একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না আমরা। বিজেপি ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই বাংলা-বিরোধী চক্রান্ত আমরা কিছুতেই সফল হতে দেব না। দিবারাত্রি সাধারণ ভোটারদের পাশে থাকছেন তৃণমূল কর্মীরা। একজনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে বাংলা জুড়ে চলছে ক্যাম্প। বিএলও-দের সঙ্গে গত ১৩ দিন ধরে বাড়ি বাড়ি ঘোরা সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিএলএ-রা প্রকাশ্যে তথ্য দিয়ে দাবি করছেন, অধিকাংশ বুথেই রবিবার পর্যন্ত ৬০ থেকে ১৮০টির বেশি ফর্ম বিলি হয়নি। কোথাও বিলি না-হওয়া ফর্মের সংখ্যা আরও বেশি।

■ ডোমজুড়ে এসআইআর সহায়তা শিবির পরিদর্শনে হাওড়া সদর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। ছিলেন ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি নুরাজ মোল্লা-সহ অন্যরা। সোমবার।

এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু আরও তিনজনের

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে একইদিনে তিন মৃত্যু বাংলায়। কলকাতা, দমদম ও আগরপাড়ায় এসআইআর-এর আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ভুগে তিনজনের প্রাণহানি। একদিকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম না দেখতে পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী মাঝবয়সী বৈদ্যনাথ হাজরা। সোমবার সকালে দমদমে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নাগেরবাজার থানার পুলিশ। অন্যদিকে, বাড়িতে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় ১০-১২ দিন ধরে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় ভুগে সোমবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ এলাকার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব যমুনা মণ্ডল। এদিন সন্ধ্যায় বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আবার আগরপাড়ায় এক আবাসনে এসআইআর-এর ফর্ম আনতে গিয়ে একাকী বৃদ্ধ প্রশান্ত দত্তের দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বিএলও।

■ বৈদ্যনাথ হাজরা

■ যমুনা মণ্ডল

■ প্রশান্ত দত্ত

দক্ষিণ দমদমের আরএন গুহ রোডের বাসিন্দা বৈদ্যনাথ হাজরা। এসআইআর নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক চিন্তায় ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কথায়, এসআইআর নিয়ে কার্যত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। ২০০২ সালের তালিকায় বাবা-মায়ের নাম নেই দেখে রীতিমতো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বৈদ্যনাথ। রবিবার রাত ২টো নাগাদ মোবাইল ফোন ছাড়াই হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যান বৈদ্যনাথ। ভয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন স্ত্রী জয়ন্তী। সোমবার ভোরে দমদমের আরএন গুহ রোডের কাছে একটি গাছ থেকে বৈদ্যনাথের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, এখনও এনুমারেশন ফর্ম হাতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন গড়িয়ার যমুনা মণ্ডল (৬৫)। তাঁর ছেলে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, প্রথমদিকে বাড়িতে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় মা খুবই চিন্তায় ছিলেন। শনিবার ফর্ম দেওয়া হয়। উল্টে আরও দুই-আড়াই মাস ধরে এসআইআর-এ হয়রানি পোহাতে হবে শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে যান। আজ বেলার দিকে বাড়ি ফাঁকা থাকায় গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে যায়। বাঙ্গুর হাসপাতালে এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আবার, আগরপাড়া নর্থ স্টেশন রোডের আবাসনে এসআইআর-এর ফর্ম ফেরত নিতে গিয়ে প্রশান্ত দত্তের (৬৫) মৃতদেহ দেখতে পান বিএলও। ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন তিনি। সোমবার বিএলও তাঁর বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই মেঝেতে প্রৌঢ়ের প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষকর্তা-সহ খড়দহ থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রৌঢ়ের মৃত্যু নিয়ে আসল কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২৬ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে ডিজিটাইজেশন

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ২৬ নভেম্বরের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি ভোটারের কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ এবং তার ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করা হবে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল জানান, ইতিমধ্যেই পূরণ হওয়া ফর্ম সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ৮০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কাজের গতি বাড়াতে এবং বুথ লেভেল আধিকারিকদের উপর চাপ কমাতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্ত ইআরও-কে জানানো হয়েছে, জরুরি পরিষেবায় নিযুক্ত না থাকলে রাজ্যের যেকোনও দফতরের কর্মীদের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, যেখানে ১২০০ বা তার বেশি ভোটার রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত বিএলও নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ১ হাজার জনের ওপেন টেন্ডার পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ হলে বিএলওদের কাজের চাপ ব্যাপকভাবে কমবে ও পুরো প্রক্রিয়ার গতি আরও বাড়বে।

ভোটার-বিভ্রান্তি দূরীকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্বে কোনও ভুয়ো বা মৃত ভোটারের নাম যাতে তালিকায় ঢুকতে না পারে, তার জন্য সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল জানান, ভোটার তালিকায় থাকা ছবির মুখের মিল খুঁজে এআই খুব সহজেই একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের শনাক্ত করতে পারবে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নামে অন্যের ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তি তৈরি করার প্রবণতা বাড়ায় এক্ষেত্রেও এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি স্পষ্ট জানান, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি যেতেই হবে এবং ভোটারের ছবি তুলতে হবে। ছবি স্পষ্ট থাকলে স্ক্যান করেই তথ্য আপলোড করা যাবে, কিন্তু অস্পষ্ট হলে বিএলওদের নতুন ছবি তুলতে হবে। এমনকী যদি বিএলএ ফর্ম পূরণ করে নিয়ে আসেন, তবুও বিএলওদের সশরীরে উপস্থিত থেকে ফর্মে সই করতে হবে। পাশাপাশি বিএলএ-দের ভোটারের কাছ থেকে সাদা কাগজে লিখিয়ে আনতে হবে যে তাঁদের সামনেই ফর্ম পূরণ করা হয়েছে এবং সব তথ্য সঠিক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, ভুয়ো বা মৃত ভোটারের নাম ধরা পড়লে তার দায়ভার বিএলও-র।

ছেলেমানুষি করছেন রাজ্যপাল

প্রতিবেদন : রাজভবনে বম্ব স্কোয়াড ঢুকিয়ে তল্লাশি চালানোর ঘটনাকে নাটক বললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের রাজ্যপালকে তীর ছুঁড়ে কল্যাণ স্পষ্টভাষায় বললেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ছেলেমানুষি করছেন। অমিত শাহর কাছে নম্বর কমে গিয়েছে তা বাড়ানোর জন্যই এসব নাটকে কাজ করছেন। বাংলার রাজ্যপাল যদি সংবিধান মেনে চলতেন, তাহলে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হত না। যখন সমালোচনা হয়েছে, তখন ওনার উচিত ছিল যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা ভুলটা কোথায় হয়েছে। ভুল সংশোধন করে নিতে পারতেন। বিজেপির এজেন্টের মতো কাজ করছেন। কল্যাণের কটাক্ষ, পারলে রাজ্যপাল আমেরিকার তদন্তকারী এজেন্সি এফবিআইকেও ডাকতে পারেন।

এসআইআর আতঙ্কের মধ্যেই উদয় নকল বিএলও-র

প্রতিবেদন : চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা। আতঙ্কজনকও। বিজেপি ও কমিশনের তৈরি করা ভয়ের পরিবেশ তো ছিলই। এসআইআর আতঙ্কে এবার উদয় হল নকল বিএলও-র। হুগলির জাঙ্গিপাড়ার রাজবালহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এক মুখোশধারী অজ্ঞাত ব্যক্তি হঠাৎ একটি বাড়িতে ঢুকে নিজেকে মিথ্যে বিএলও পরিচয় দিয়ে পরিবারের ৫ জনের সব এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন— আসল বিএলও এখনও তাঁদের বাড়িতে আসেইনি। ফলে তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

জাঙ্গিপাড়ার এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় তারা জানিয়েছে, যখন একটি প্রতিষ্ঠান নৈতিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং বিজেপির রাজনৈতিক শাখায় পরিণত হয়, তখন এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। যখন বিএলওদের কোনও অফিসিয়াল নির্বাচন কমিশনের সিল ছাড়া কাজ করানো হয়, যখন পরিচয় যাচাই শুধুমাত্র সইয়ের উপর নির্ভর করে, যখন কমিশনের নিজস্ব প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, খামখেয়ালি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল— তখন ছদ্মবেশী, প্রতারক, জালিয়াতরা দাপট দেখাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আর কমিশন সব জানে। তাই এই পুরো এসআইআর এমনভাবে সাজানো—যাতে মানুষকে সাহায্য নয়, ভয় দেখানো হয়। যদি একটি মুখোশ পরা ভুয়ো বিএলও ভোটার যাচাইয়ের নামে বাড়িতে ঢুকে যেতে পারে, তবে বন্ধ দরজার আড়ালে আর কী হচ্ছে? কত ফর্ম চুরি হবে, বদলে দেওয়া হবে, অপব্যবহার হবে? এই কমিশনের তৈরি বিশৃঙ্খলার মধ্যে কতজন প্রকৃত ভোটারকে তালিকা থেকে মুছে ফেলা হবে? আমরা প্রশ্ন করছি—এটা কি ভোটার যাচাই, নাকি ভোট চুরি? পদে পদে কিন্তু ভোট চুরির তত্ত্বই প্রমাণিত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়
18 November, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাইল ফলক

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় একেবারে নীরবে নতুন ইতিহাস তৈরি হল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলায় টেলিমেডিসিন কনসালটেন্সির কাজ শুরু হয়েছিল। তা ছুঁয়ে ফেলল সাত কোটির মাইল ফলক। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় এই টেলিমেডিসিন বৈপ্লবিক কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১১ হাজার সেন্টার, ৬৩টি কেন্দ্র এবং দৈনিক ৮০ হাজার পরামর্শের কাজ হচ্ছে। এর ফলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়। বাংলার কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো এবং পরিষেবার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিরও উন্নতি হয়েছে। সরকারি নির্দেশে এখন ডাক্তাররা গ্রামে যান বাধ্যতামূলকভাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার খরচ শূন্যতে এসে ঠেকেছে। এটা একটা সর্বকালীন রেকর্ড। অন্য কোনও রাজ্যে এই ঘটনা দেখতে পাওয়া যাবে না। তার সঙ্গে টেলিমেডিসিন আধুনিকতাকে গ্রহণ করে একেবারে তৃণমূল স্তরে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৌঁছে দিচ্ছে। মানুষের আস্থা তাই ক্রমশ বাড়ছে রাজ্য সরকারের উপর।

e-mail থেকে চিঠি

ভুতুড়ে ভোটারের খবরাখবর

এখন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে এসআইআর চলছে। ব্যাপক তোড়জোড় সহকারে। উদ্দেশ্য একটাই, ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়া। যদিও এই প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কোটি কোটি নাগরিককে যে হয়রানির মধ্যে পড়তে হচ্ছে তার খবরও আমরা জানছি। উঠছে নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যাও। সব সদুত্তর এখনো পর্যন্ত মেলেনি! এরই মাঝে মায়াপুরে ৬০ জনের পিতা ১ জন; এদিকে, মুর্শিদাবাদের অরঙ্গাবাদ বিধানসভার দেবীপুর এলাকায় ২৮ জনের পিতাও একজন বলে খবর মিলেছে। এতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে কমিশন থেকে জানানো হয়েছে, সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাবা, মা, ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার নামই বিবেচ্য এবং এটা অবশ্যই রক্তের সম্পর্কে হতে হবে, তাহলে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তো রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই! শুধুমাত্র কীভাবে বিশ্বাস-নির্ভর মৌখিক গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে নির্বাচক-যোগসূত্র স্থাপনে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? কমিশন কি সত্যিই এই স্বীকৃতিকে মান্যতা দিতে চাইছে! এটা কি নির্বাচন কমিশন সত্যিই মেনে নেবে? রাজ্যের এক নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, 'যে কোনও সম্পর্ক লেখা যেতে পারে। শুনানি হবে। তবে কোনো সমস্যা নেই।' সত্যি কি এক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা হবে না! বিশ্বাস দিয়েই এঁরা পার পেয়ে যাবে তবে! যদিও ইতিপূর্বে আমরা আদালতকে দেখেছি 'বিশ্বাস'-এর উপর ভর করে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে। সত্যিই কি এমন বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই ভাবনা আবারও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে! ইতিপূর্বেও আমরা জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে বলতে শুনেছি, তিনি নাকি জৈবিক ভাবে জন্মগ্রহণ করেননি! তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, কাল্পনিক বিশ্বাসগত ধর্মীয় ভাবধারার এই ভাবনাকে মান্যতা দেওয়া হতে পারে! অথচ, যেখানে দেশের নাগরিক তার ভোটাধিকার ক্ষমতাকে বাঁচাতে প্রাণান্তকর বিভিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই চেষ্টায় মিশে রয়েছে বিনিদ্র আতঙ্ক। তাহলে এদের সাথেও কি অবিচার করা হবে না! একই যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? নাগরিকের এমন প্রশ্ন কিন্তু অসঙ্গত হবে না তখন। দাবি উঠবে, রক্তের এই 'সম্পর্কে'র জায়গাটাও সবার ক্ষেত্রে তাহলে শিথিল করা হোক। যেখানে এই ভক্ত-মহারাজদের মতো সাধারণ মানুষও পার পেয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া, তাঁরা তো জৈবিকভাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তাহলে তাঁদেরই বা পিতা-মাতার নাম লিখতে অসুবিধা কেন? দীক্ষা যেকেউ নিতেই পারেন , কিন্তু মা-বাবার পরিচয় কি তা বলে পাল্টায়? এমনটা চলতে থাকলে অসাধু চক্রকে কীভাবে আটকানো যাবে? এই নির্দিষ্ট ঘটনাটি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চায় দেশের আপামর জনগণ। বিশ্বাসের ছিদ্র পথে নির্বাচনী গণতন্ত্রের লৌহ বাসরে যাতে কাল নাগিনী ঢুকতে না পারে, সেজন্যই এই প্রশ্নের উত্তর চাই। — **জাহির আব্বাস, শক্তিগড়, পূর্ব-বর্ধমান।**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এই অপমান আর সইবে নাকো বাংলা

অনেক হয়েছে, আর নয়। বাংলার মনীষীদের ওপর এই ধারাবাহিক অমর্যাদাকর মন্তব্য আর সহ্য করবে না বাঙালি। স্পষ্ট কথা স্পষ্টতর ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন **দেবাশিস পাঠক**

রাজা রামমোহন রায়। উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সতীদাহ প্রথা রদ করা থেকে শুরু করে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা। আমাদের আধুনিকতার শুরুই হয়েছিল তাঁর হাতে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় সেই পথকে আরও প্রসারিত করেছেন। কিন্তু আজ এই একুশ শতকীয় ভারতবর্ষে, বিজেপি-র মধ্যপ্রদেশীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে আমোদিত প্রতিবেশে, স্বীকার করতেই হচ্ছে, সেদিন তো বটেই, এমনকী আজকেও বঙ্গের বাইরে, উনিশ শতকের চেতনার উন্মেষ বা জ্ঞানচর্চার প্রসার দাগ কাটতে পারেনি।

এতদিন যখন দেখতাম যে গোঁড়ামি ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দদের আজীবন লড়াই, তাঁদের কালপর্বের আড়াইশো বছর পরেও তা বিদ্যমান। দেখতাম, সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে শুরু করে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং সে-সবকে ঘিরে একদল উন্মত্ত জনতার উচ্ছ্বাস, তখন মনে মনে বহুবার আমাদের প্রচলিত আলোকপ্রাপ্তির ধারণাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি। কিন্তু আজ যখন শুনছি, রামমোহন 'ব্রিটিশদের দালাল' কিংবা রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে বর্জ্য, তখন টের পাচ্ছি, রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা কূপমণ্ডূকতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর সেই সূত্রে মনে হচ্ছে, রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-বিরোধী জীবদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোড়ায় গলদ রয়ে গিয়েছিল সেই উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সময় থেকেই। নচেৎ, রামমোহন খামোখা ব্রিটিশদের দালাল হতে যাবেন কেন?

'ব্রিটিশদের দালাল' হিসেবে আজ যাঁকে চেনাতে চাইছে বিজেপি বা সংঘ পরিবার, তিনি আসলে ছিলেন দুয়ার পেরিয়ে বিশ্বের দরজায় দাঁড়াতে চাওয়া একটি অবাধ্য মন। তাই ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব হোক বা ইতালির মুক্তি সংগ্রাম, আয়ারল্যান্ডের আন্দোলন হোক বা আমেরিকার দাসপ্রথা বিলোপের লড়াই, সবকিছুই তাঁকে বিচলিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত করত। ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক মানচিত্রে দাঁড়িয়ে তিনিই 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে বুঝিয়েছিলেন, বিভিন্ন দেশের মুক্তির অনিবার্যতার কথা। আর ভিক্টর জাকমোঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কোনও স্থায়ী বিষয় নয়। ভারতবর্ষ তার হারিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারের দাবিও জানাবে। কোনও 'ব্রিটিশ দালাল'-এর পক্ষে এসব কথা ভাবা কিংবা বলা সম্ভব? 'অন কলোনিয়াল পলিসি অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, ভারত থেকে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। কোনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালের পক্ষে এমনটা সরাসরি লেখা সম্ভব?

১৮২৩-এ লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে তিনি যখন পশ্চিমি ধাঁচে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে জোর সওয়াল করছেন, তখন সেটা করেছেন ভারতবাসীর বস্তুগত উন্নতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও বেদান্তশিক্ষার অকার্যকারিতার কথা উপলব্ধি করেই। ব্রিটিশদের দালালি করার জন্য নয়। রামমোহন যদি সাভারকরদের মতো অকৃত্রিম ব্রিটিশ-ভক্ত হতেন, তবে কোম্পানি শাসনের সমালোচনা বা আইনের শাসন প্রবর্তনের পক্ষে নিরন্তর কথা বলা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে আগাগোড়া সরব হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু এত কথা, এত চিন্তা দর্শনের গভীরতা, এত মনোগত গাম্ভীর্য বিজেপি পাবে কোথা থেকে! তাও বাঙালি হলে না হয় একটা কথা ছিল, ইন্দর সিং পারমার তো একেবারে কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের রাজ্যের মানুষ। সুতরাং বিদ্যাসাগারের মূর্তি ভাঙা থেকে 'জনগণমন' বর্জনের ডাক দেওয়া, র-সু-ন (রবীন্দ্রনাথ-সুকান্ত-নজরুল) সংস্কৃতির প্রতি বিষোদ্গার (এই শব্দবন্ধটি অবশ্য এক বঙ্গজ, তথাগত রায়ের সৃষ্টি) থেকে শুরু করে রামমোহনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা, সব কিছুই এঁদের সংঘী বিশ্বাসের পরিধিজাত।

কেউ তাঁদের বোঝাতে পারবে না, একটা গাছ যখন লতায় পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তার নীচে দাঁড়ালে সূর্যালোক পাওয়া যায় না। মুক্ত আলো নীল আকাশের দেখা মেলে না। নির্মল বাতাসে বুক ভরা শ্বাস নেওয়া যায় না। এ-দেশের হিন্দু সমাজের জীবন-আকাশে সেদিন যখন এরকম অবস্থা দেখা দিয়েছিল, অসংখ্য দেবদেবী, সতীদাহ প্রথার মতো অজস্র সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথা-প্রকরণে ছেয়ে গিয়েছিল হিন্দুর ধর্মীয় জীবনের আকাশ, তখন বহু দেবতাদের ডালপালা ছেঁটে রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তনার সূত্রে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ধর্ম সংস্কার মানে ধর্মের অজস্র জটিলতায় আর একটা জটিল সূত্রের সংযোজন নয়, ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনকে জটিলতা মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়া। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, রামমোহনের 'একমেবাদ্বিতীয়ম' নতুন কোনও কথা নয়, ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্মের ভাষ্যও নয়। সেটা ছিল বেদান্ত, উপনিষদের কথা। আজ তিনিই 'ভুয়ো সমাজসংস্কারক' হয়ে গেলেন বিজেপির চোখে!

রামমোহন এদেশের মানুষকে অতীতমুখী মধ্যযুগীয় মানসিতার গণ্ডি থেকে বের করে এনে নতুন জীবন দর্শনের আলো দেখাতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই এক সময় গোঁড়া, ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু কিছু মানুষ তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত চালিয়েছিল। সেইসব রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের উত্তরসূরি আজকের বিজেপি। ওঁরা যাই বলুক, যাই করুক, রামমোহন রায় আজও 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' হিসেবে, জনগণমনে 'রাজা'র আসনেই অধিষ্ঠিত। আর সেটা হবে না-ই বা কেন! রামমোহনের দেখানো পথেই তো বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহর সপক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসন্ধান ও মান্যতা প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের গোড়াপত্তনও ওই রামমোহনের ধর্মসংস্কারের পথ ধরেই। রামমোহন না এলে রবীন্দ্রনাথ কি মেলাতে পারতেন বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত সম্বন্ধতত্ত্ব ও কবির সর্বগ্রাহী বিশ্ব পিপাসা— 'যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তহীন আপনা।'

বাঙালির রাম রামকৃষ্ণ, বিবেক বিবেকানন্দ, রবি রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর আর রাজা রামমোহন। তাই সত্যিকার 'ব্রিটিশ দালাল'দের উত্তরসূরিরা যখন রামমোহনকে 'ব্রিটিশদের দালাল' বলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙেন, রবীন্দ্র সংগীতকে দেশদ্রোহী হিসেবে দেগে দেন, তখন রবি-গানের একটা পদ বারবার বাঙালির মনের মধ্যে জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়, কইতেই থাকে, 'ভাবছ তবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও, / দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।'

বিজেপির অযুত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রামমোহন-রবীন্দ্রনাথরা বঙ্গজন হৃদয়ে বিরাজ করছেন, আগামীতেও করবেন। বরং বিজেপির বঙ্গদেশে কী হাল হবে, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।

লজ্জার ফর্দ

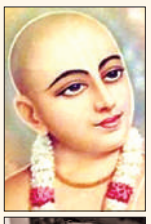

◆ **১৪ মে, ২০১৯ :** কলকাতার অমিত শাহের র‍্যালি থেকে আক্রমণ নামিয়ে আনা হল বিদ্যাসাগরের মূর্তির ওপর। বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙল বিজেপি।

◆ **৯ ডিসেম্বর, ২০২০ :** বিশ্বকবির জন্মস্থান নাকি কলকাতা নয়, বিশ্বভারতী, জানায় বিজেপির একটি পোস্ট।

◆ **৬ নভেম্বর, ২০২৫ :** বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরির দাবি, 'জনগণমন' রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

◆ **২৩ জানুয়ারি ২০২১ :** কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বিজেপি সমর্থকরা নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে নেতাজির জন্মোৎসব পালনকালে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেয়।

◆ **২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ :** স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য কেন্দ্রের হাফপ্যান্ট মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের।

◆ **নভেম্বর, ২০২০ :** বাঁকুড়ায় রাস্তার পাশে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মূর্তিতে বীরসা মুন্ডার মূর্তিজ্ঞানে মাল্যদান করেন অমিত শাহ।

◆ **৯ জানুয়ারি, ২০২১ :** কাটোয়ার জগদানন্দপুরের একটি মন্দিরকে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের স্থান হিসেবে উল্লেখ জে পি নাড্ডার, শ্রীচৈতন্য অন্তর্হিত হওয়ার অন্তত ৩০৫ বছর পর ওই মন্দিরটি নির্মিত হয়!

◆ **২০২৪ :** সর্বতোভাবে বঙ্গসন্তান বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে 'বহিরাগত মুঘল' বলেন কৃষ্ণনগর লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী।

এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন রাজা রামমোহন রায়, মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী যাঁকে 'ব্রিটিশদের দালাল' বলেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফ্রেন্ডশিপ কাপ-এর উদ্বোধনে বাপি ঘোষ, মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

অভিষেকের অনুরোধ, অনশন প্রত্যাহার করল মতুয়া মহাসংঘ

মঞ্চেই অসুস্থ মমতাবালা ঠাকুর ভর্তি হাসপাতালে

প্রতিবেদন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবিবার রাতেই এসআইআরের প্রতিবাদে চলা অনশন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। সোমবার বেলা ১২টায় ১৩ দিন ধরে চলা অনশন প্রত্যাহারের কথা থাকলেও তার আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন মমতাবালা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মঞ্চেই তাঁকে স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে বনগাঁ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

■ অনশনে অসুস্থ সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ভর্তি হাসপাতালে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের লেখা চিঠির বার্তা নিয়ে রবিবার বিকেলে রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের অনশনমঞ্চে উপস্থিত হন। মঞ্চেই তৃণমূলের অভিষেকের বার্তা শোনানো হয় মতুয়াদের। বার্তা ছিল, এই অনশনের মর্যাদা বুঝবে না বিজেপি। আন্দোলন চলবে, তাই শারীরিকভাবে সকলকেই সুস্থ থাকতে হবে। তাই তিনি মতুয়াদের অনুরোধ করেন অনশন তুলে নেওয়ার।

এরপরই অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সদস্যরা আলোচনায় বসেন। অনশন তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আগামী দিনে কলকাতা-সহ দিল্লির বুকে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে চলেছেন সেই কথাও এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়। মমতাবালা ঠাকুর জানিয়েছিলেন একদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংগঠন অনুরোধ করেছেন অনশন প্রত্যাহারের জন্য। তবে আগামী দিনে দিল্লির বুকে বৃহত্তর আন্দোলন চলবে।

■ পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গ তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে সোমবার ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হল দলিত সাহিত্য উৎসব। রবীন্দ্রসদন, নন্দন ও বাংলা অ্যাকাডেমি চত্বরে আগামী তিনদিন চলবে এই উৎসব। সোমবার উৎসবের উদ্বোধন করেন মনোহরমৌলি বিশ্বাস। ছিলেন বিধায়ক তথা সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারি-সহ বিশিষ্টরা। সোমবার একতারা মুক্তমঞ্চে। — শুভেন্দু চৌধুরি

ফের অসভ্যতা সেই গিরিরাজের

প্রতিবেদন : ফের বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা তকমা বাংলার মানুষকে। মিথ্যা এবং কুৎসা চলছে বিজেপির পক্ষ থেকে এবং পরিকল্পনা করে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তৃণমূলের দুটি প্রশ্ন, ১. সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অমিত শাহর স্বরাষ্ট্র দফতরের। তাহলে তাদের নজরদারিতে কীভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে? ২. অনুপ্রবেশকারীদের অপসারণ করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে কেন 'সার' বাস্তবায়ন করা হয়নি? আসলে বাংলা বিজেপির কাছে প্রধান বাধা। ভোটে পারছে না তাই চক্রান্ত চলছে প্রতিদিন। তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষকে নিয়ে এই লড়াই চালাবে।

■ সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্রের তত্ত্বাবধানে এবং রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রেশনা মণ্ডলের উদ্যোগে ওয়ার্ডের প্রতিটি বুথে এসআইআর সংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্রে চলছে এখন ব্যস্ততা।

জলসীমা লঙ্ঘন করে আটক ৫৫ বাংলাদেশি

প্রতিবেদন : রবিবারই ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশি ট্রলার-সহ ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন ২৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। একদিনের মাথায় সোমবার আবারও একইভাবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক ২৬ জন মৎস্যজীবী-সহ একটি বাংলাদেশি ট্রলার। অর্থাৎ দু'দিনে ৫৫ জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মৎস্যজীবী-সহ দুটি ট্রলারকে আটক করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়েছে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে। এদিকে, রবিবার ধৃত ২৯ বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে সোমবার দুপুরে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। সোমবার আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে।

স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে কাঁচি নিয়ে যুবকের উপর হামলা

সংবাদদাতা, হাওড়া : স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক সন্দেহে প্রতিবেশী এক যুবককে কাঁচি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করল পেশায় দর্জি শেখ শাহরুখ। সোমবার দুপুরে হাওড়ার বাঁকড়ার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রতিবেশী যুবক মহম্মদ সারোয়ার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৯ বছর আগে শাহরুখের বিয়ে হয়। মাস ছয়েক ধরে স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেন শাহরুখ। এদিন সারোয়ারকে একা পেয়ে কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে হঠাৎই এলোপাথাড়ি হামলা চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় শাহরুখ। সারোয়ার হাসপাতালে ভর্তি। পলাতক শাহরুখ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা করতে বলল আদালত

প্রতিবেদন : অগাস্ট মাসে বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তারপরেও কেন্দ্র কাজ শুরু না করায় খেতমজুর ইউনিয়ন সোমবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। অভিযোগ শোনার পর আদালত স্পষ্ট জানায়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করতে পারে ইউনিয়ন।

■ ব্লক সমবায় সমিতির উদ্যোগে সিঙ্গুরের মির্জাপুর গ্রামে পালিত হল ৭২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছিলেন হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না, হুগলি রেঞ্জের কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার অভিজিৎ সরকার-সহ অন্যরা। ব্লকের ১৮টি সমবায়কে একত্রিত করে এই উদযাপন চলছে।

পাড়া সমাধানে দাবি মেনে রাস্তা তৈরি

সংবাদদাতা, হাওড়া : পাড়ায় সমাধানে দাবি জানানো রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হল। হাওড়ার আমতার ঝিখিরা পঞ্চায়েত এলাকায় ওই কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় এলাকার উন্নয়নের কাজকে আরও দ্রুত সম্পন্ন করতে রাজ্য জুড়ে 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' কর্মসূচি চলেছিল। সেই কর্মসূচিতে এলাকার মানুষ তাঁদের অঞ্চলের বিভিন্ন কজ দ্রুত রূপায়িত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এবার সংশ্লিষ্ট কাজগুলি দ্রুত চালু হতে শুরু করেছে। সেরকমই আমতার ঝিখিরা পঞ্চায়েতের গ্রামীণ ওই রাস্তাটি কংক্রিটের করার জন্য এলাকার মানুষ দাবি জানিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ওই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। বিধায়ক সুকান্ত পাল জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনার সুফল পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের কথামতো আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এই কাজটি শুরু করলাম। এর জন্য এলাকাবাসীদের তরফে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এলাকাবাসীদের কথামতো এই কাজ শুরু হওয়ায় বেজায় খুশি স্থানীয়রাও।

■ পাড়া সমাধানে দাবি জানানো রাস্তা তৈরির কাজের সূচনায় বিধায়ক সুকান্ত পাল। সোমবার আমতার ঝিখিরায়।

হাওড়ায় চালু সার হেল্পলাইন

সংবাদদাতা, হাওড়া : এনুমারেশন ফর্ম পূরণে মানুষকে সাহায্য করতে হাওড়া জেলা নির্বাচনী দফতর থেকে এবার দু'টি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হল। সোমবার সকাল ১০টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই হেল্পলাইন নম্বর দু'টি চালু করা হবে। নম্বর দুটি হল ৯০০৭০৭৯৮৬৬, ৯৪৭৭৪৬৪৬৭০। এদিন এই হেল্পলাইন নম্বর দুটি প্রকাশ করেন হাওড়ার জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া।

■ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। জেলার তিন মহকুমা বারাকপুর, বনগাঁ ও বসিরহাটে এমন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিধায়ক বলেন, এতে এলাকার সাধারণ মানুষ দ্রুত ও সহজভাবে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে।

বাগুইআটির উড়ালপুলের নিচে অ্যাপ ক্যাবে আগুন। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। কোনও হতাহতের খবর নেই। কীভাবে আগুন, তদন্তে নামল পুলিশ

এসআইআরের টানে ২৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন 'মৃত' প্রৌঢ়

প্রতিবেদন : দুই দশকের বেশি আগে কাজের ছুঁতোয় বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। বছরের পর বছর হন্যে হয়ে খুঁজেও টিকি পায়নি পরিবার। শেষে কয়েকবছর আগে হাল ছেড়ে দিয়ে জ্যোতিষীর পরামর্শে শেষকৃত্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এবার এসআইআর আবহে দীর্ঘ ২৮ বছর পর বাড়ি ফিরলেন বাগদার 'মৃত' প্রৌঢ়। আর তাঁকে দেখে কার্যত ভূত দেখার মতো ভিরমি খেলেন পরিবারের লোকজন। এসআইআর-এর ফর্ম ও নথিপত্র নিতেই প্রায় তিনদশক পর বাড়ি ফিরেছেন উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার প্রৌঢ় জগবন্ধু মণ্ডল। পরিবার সূত্রে খবর, দুই দশকের বেশি আগে কাজের সন্ধানে এলাকার

■ জগবন্ধু মণ্ডল।

কয়েকজনের সঙ্গে গুজরাতে গিয়েছিলেন তিনি। বাকিরা ফিরলেও তিনি ফেরেননি। অনেক চেষ্টা করেও খোঁজ পায়নি পরিবার। ওঝা-জ্যোতিষীদের কাছে গিয়েও লাভ হয়নি। শেষকালে জানা যায়, দ্বিতীয় বিয়ে করে বাঁকুড়ায় সংসার পেতেছেন জগবন্ধু। যদিও পরিবার তাঁর হদিশ পায়নি। পরবর্তীতে জ্যোতিষের পরামর্শে বছর ২ আগে প্রৌঢ়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে পরিবার। অতঃপর ২৮ বছর পর রবিবার সকালে সেই লোক এসআইআরের জন্য নথির টানে নিজেই বাড়ি ফিরে এলেন। প্রতিবেশীরা জানান, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। তাই আতঙ্কে বাবার নথি খুঁজতেই বাড়িতে হাজির হয়েছেন জগবন্ধু।

৫ কোটি উদ্ধার করল এসটিএফ

প্রতিবেদন : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড় সাফল্য বেঙ্গল এসটিএফ-এর। সাতসকালে নিউটাউনের মিলল টাকাবোঝাই গাড়ি। পাঁচকোটি টাকা উদ্ধারের সঙ্গে গাড়ির চালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত আকরাম খান (৩৫) এবং ইমরান খান (৩১) দু'জনেই বীরভূমের বাসিন্দা বলে পুলিশ খবর। কিন্তু ওই বিপুল পরিমাণ টাকা তারা কোত্থেকে নিয়ে আসছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, তা এখনও নিশ্চিত নয়। যৌথ অভিযান চালায় বেঙ্গল এসটিএফ এবং নারায়ণপুর থানার পুলিশ। বারোমাথা মোড়ের কাছে বীরভূম থেকে আসা একটি সন্দেহভাজন সাদা রঙের স্করপিও গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই একটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে টাকার পাহাড়। বিপুল অঙ্কের ওই টাকা থাকার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বা নথিপত্র ধৃতদের কাছে পাওয়া যায়নি। সমস্ত টাকা জিপার লাগানো একাধিক ব্যাগে রাখা ছিল। পুলিশ নারায়ণপুর থানায় একটি মামলা রুজু করেছে। বিপুল পরিমাণ টাকার প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে ধৃতরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি।

■ ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসের উদ্বোধনে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিম, স্মিতা পাণ্ডে, অনিন্দ্যনারায়ণ বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টরা। সোমবার শিল্পসদনে।

■ রাজ্যে শিল্পের প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প 'শিল্পের সমাধানে এমএসএমই ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হল সোমবার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাসত ১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন ক্যাম্পটির উদ্বোধন হয়। ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। উদ্বোধন করেন, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি। ছিলেন মহকুমা শাসক সোমা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যরা।

বিধায়ক তহবিলে জেলার প্রথম ওপেন ফিল্ড জিম আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বিধায়ক তহবিলের অর্থে, সোমবার জেলা সদরের প্যারেড গ্রাউন্ডের কোনায় উদ্বোধন হল একটি ওপেন ফিল্ড জিমের। আলিপুরদুয়ার শহরের ফুসফুস বলে পরিচিত, প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে সকাল-সন্ধ্যা বহু মানুষ, শিশু কিশোর থেকে বয়স্ক নাগরিক প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণ করেন। এর পাশাপাশি অনেকেই খালি হাতে শরীরচর্চাও করেন। এই সমস্ত স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন প্যারেড গ্রাউন্ডের কোথাও এমন ধরনের একটি শরীরচর্চার জন্য জিম তৈরির। তাঁদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে,

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল তাঁর বিধায়ক তহবিলের থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মঞ্জুর করেন ওই ওপেন ফিল্ড জিমের জন্য। কাজ শেষে সোমবার বিকেলে ওই জিমের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক আর বিমলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, জেডিএর চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ অনেকেই। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঁচজন ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনাও জানানো হয় তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন ধৃত নির্যাতিতার কাকার ছেলে

■ সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারের এএসপি মিথুনকুমার দে। ইনসেটে ধৃত হাবিবুল লস্কর।

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার সংগ্রামপুরের ইসলামপুর কলোনি পাড়ায় অভিযুক্তের বাড়ির সামনেই উদ্ধার দেহ। গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক হাবিবুল লস্করকে। শনিবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার নাবালিকার বাবা-মা ডাক্তার দেখাতে গেলে তার কাকার ছেলে হাবিবুল সেই সুযোগ নিয়ে নাবালিকাকে ঘরে ডাকে। অভিযোগ, একবার ধর্ষণের পর দ্বিতীয়বার ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা দিলে নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় দড়ির ফাঁসও লাগানো হয়। এমনকী নাবালিকার একটি চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ও ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল বাহিনী। সোমবার সেই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি মিথুনকুমার দে বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার কঠোর শাস্তি যাতে হয়, অভিযুক্ত যাতে সর্বোচ্চ সাজা পায় সেই চেষ্টা করা হবে। ধৃতকে আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা জয় করে সোনা আয়ুষের

সংবাদদাতা, হুগলি : ইংরেজিতে একটা কথা আছে, হোয়েন দেয়ার আ উইল, দেয়ার ইজ আ ওয়ে! অর্থাৎ মনের ইচ্ছা যদি দৃঢ় হয়, তাহলে যেকোনও কঠিন কাজই হাসতে হাসতে করে ফেলা যায়। ঠিক সেটাই করে দেখাল উত্তরপাড়ার আয়ুষ জেনা। শরীরের ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই সিকিমের গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্যারা স্ট্রেংথ লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে 'বেঞ্চ প্রেস' বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করল নিজের রাজ্য ও শহরের জন্যে। তাঁর কথায়, স্ট্রেংথ লিফটিং-এর পাশাপাশি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাও করছি। আয়ুষের বাবা একটি বেসরকারি কোপানিতে স্বল্প বেতনের চাকরি করেন। লেখাপড়া সঙ্গে খেলাধুলো চালিয়ে যেতে যে অর্থের প্রয়োজন তাতেও বারবার সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা। তাই সরকারি তরফে কোনওরকম সহযোগিতা প্রার্থনা করছে সে। আগামীতে আয়ুষের লক্ষ্য প্যারা অলিম্পিক গোল্ড!

পদক্ষেপ করছে বিধানসভা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অধ্যক্ষ

প্রতিবেদন : মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য বিধানসভা। সোমবার এ-বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এখবর জানিয়ে তিনি বলেন, আজ মঙ্গলবারও আর এক প্রস্থ বৈঠক হবে। এরপর আইনি সবদিক বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট নাকি সুপ্রিম কোর্ট, কোথায় এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, দলত্যাগ বিরোধী আইনে সম্প্রতি বিধায়ক মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু সাংবিধানিক পরিকাঠামো অনুযায়ী বিধানসভার যে কোনও বিষয়ে অধ্যক্ষই শেষ কথা বলেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন সেটিই মেনে চলা হয়। এটাই রীতি। বিধানসভার রুল বুকও তাই বলে। ফলে এই বিধায়ক পদ খারিজের রায় নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এখন সবদিক দেখে নিয়ে পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য বিধানসভা।

পুলিশে বদল

প্রতিবেদন : ২১ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকের রদবদল করল লালবাজার। পুলিশ জানিয়েছে, মানিকতলা থানার অতিরিক্ত ওসি বীরেশ্বর রায় হলেন তালতলা থানার ওসি। সিঁথি থানার অতিরিক্ত ওসি মণীশ মজুমদার হলেন উল্টোডাঙা থানার ওসি। টালিগঞ্জ থানার অতিরিক্ত ওসি রাজীব চট্টোপাধ্যায় হলেন টালিগঞ্জ থানারই ওসি। বাঁশদ্রোণী থানার অতিরিক্ত ওসি বিপুল বিশ্বাস হলেন ট্যাংরা থানার নতুন ওসি। মুচিপাড়া থানার অতিরিক্ত ওসি আশিস বসু হলেন উত্তর বন্দর থানার ওসি। ট্যাংরা থানার অতিরিক্ত ওসি রাজীব সরকার হলেন মুচিপাড়া থানার অতিরিক্ত ওসি। তালতলা থানার অতিরিক্ত ওসি প্রশান্তকুমার দাস হলেন পর্ণশ্রী থানার অতিরিক্ত ওসি। বাঁশদ্রোণী থানার অতিরিক্ত ওসি হলেন দীপক মণ্ডল। প্রশান্তকুমার ঘোষ হলেন ট্যাংরা থানার অতিরিক্ত ওসি। সাগর মুখোপাধ্যায় হয়েছেন টালিগঞ্জ থানার অতিরিক্ত ওসি। মৃন্ময় মজুমদার হয়েছেন উল্টোডাঙা থানার অতিরিক্ত ওসি, সিঁথি থানার অতিরিক্ত ওসি হলেন সুবীর সাহা। পর্ণশ্রী থানার অতিরিক্ত ওসি প্রসেনজিৎ ধর হলেন মানিকতলা থানার অতিরিক্ত ওসি। পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী প্রগতি ময়দান থানার নতুন অতিরিক্ত ওসি হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হাতির হানা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পর্যটকদের গাড়ি দেখে তেড়ে এল দাঁতালের দল। সোমবার এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল ডুয়ার্সের নাগরাকাটায়। এদিন খুনিয়া মোড় থেকে চাপরামারি দিকে যাচ্ছিল পর্যটকদের গাড়ি। তখনই রাস্তা দখল করে দাঁড়ায় হাতির দল। কিছুক্ষণ পরই রীতিমতো ধেয়ে আসে। বনকর্মীরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। হাতির দলটিকে বনে ফেরানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্কুটি করে বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি। ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল মহিলার। সোমবার মালদহের ঘটনা। মৃতের নাম আমিনা খাতুন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে

আমার বাংলা
18 November, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

লড়তে জানেন বাংলার শ্রমিকরা
অধিকার ছিনিয়ে আনবেন তাঁরা: ঋতব্রত

মঞ্চে রয়েছেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে-সহ নেতৃত্ব। ডানদিকে, বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাবেশে শ্রমিকদের রেকর্ড উপস্থিতি।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বাংলার শ্রমিকরা লড়াই জানে, কাজ জানে, নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনতেও জানে। দেশের যেখানে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিকস্বার্থ রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনবেন শ্রমিকরা। সোমবার শিলিগুড়ির শ্রমিক সমাবেশ থেকে এভাবেই কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শ্রমিকের অঙ্গীকার, ২৬-এ দিদির সরকার— এই বার্তাকে সামনে রেখেই বিরাট সমাবেশের সূচনা হল শিলিগুড়ির এনজেপির নেতাজি মোড়ে। সমাবেশে শ্রমিকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কয়েক হাজার শ্রমিক এই সমাবেশে ছিলেন।

ঋতব্রত আগেই জানিয়েছেন, এই সমাবেশের ঢেউ আছড়ে পড়বে গোটা রাজ্য জুড়ে। সবমিলিয়ে প্রায় ৩০টি সমাবেশ হবে। সোমবার হল তারই সূচনা। এদিনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ উগরে দেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, বাংলার জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রত্যেক শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৬-এ দিদির সরকার বার্তা নিয়ে আইএনটিটিইউসি'র এই উদ্যোগ। শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি কোনও ব্যক্তি এই শ্রম কোড অনুসারে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন তাহলে তাঁকে অতিরিক্ত ওভারটাইম দিতে হবে। মঞ্চ থেকে সরাসরি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করার দাবিতে আজ এনজেপিতে অনুষ্ঠিত হল আইএনটিটিইউসি'র এক বড়সড় শ্রমিক সমাবেশ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, পরিবহণ ক্ষেত্র ও পরিষেবা সেক্টরের শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন এই কর্মসূচিতে। সমাবেশের মূল আকর্ষণ ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র জাতীয় নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন এবং কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে কড়া সুরে মত প্রকাশ করেন।

ঋতব্রতবাবু অভিযোগ করেন, বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে বেতন কাঠামো, নিরাপত্তা মান, এবং সামাজিক সুরক্ষার নামে কেন্দ্র ক্রমশ শ্রমিকদের সুবিধা সঙ্কুচিত করছে। শিল্পাঞ্চলে অস্থায়ী শ্রমিকদের অনিশ্চয়তা, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বঞ্চনা— সবটাই তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। আইএনটিটিইউসি'র নেতৃত্ব জানায়, বাংলায় শ্রমিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তা আরও জোরদার হবে। মহাসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল, সুজয় সরকার প্রমুখ।

স্বাস্থ্য দফতরের নজরদারিতে সাফল্য, কমল মশাবাহিত রোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: জেলা স্বাস্থ্য দফতরের নজরদারিতে সাফল্য। উত্তর দিনাজপুরে কমল মশাবাহিত রোগ। ডেঙ্গির সংক্রমণ গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাশাপাশি কমেছে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা। প্রশাসন থেকে স্বাস্থ্য দফতর সবাই একযোগে সচেতনতা, পরিদর্শন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়ায় এই ইতিবাচক ফল মিলেছে বলে জানালেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস। তিনি জানান, ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার হার এই জেলায় গত বছরের তুলনায় কমেছে। সারা বছর জেলা প্রশাসন,

স্বাস্থ্য দফতর, পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি লাগাতার অভিযান চালিয়েছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক, ঘরে ঘরে প্রচার করা হয়েছে। জমা জল না রাখা, রোগ ছড়ানো রুখতে মশারি ব্যবহার, এলাকায় নোংরা, আবর্জনা না জমানো এই সব নিয়ে সচেতন করা হয়। ২০২৪ সালে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৯৫। ২০২৫ সালে একই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা নেমে এসেছে ২৯৩-এ। আগামী বছরে যাতে এই সংখ্যা আরও কমে সে বিষয়ে নজর রাখছে প্রশাসন। অপরদিকে ম্যালেরিয়ার হার দুই বছরেই প্রায় একই রয়েছে। জ্বর বেশি দিন থাকলেই করা হচ্ছে ম্যালেরিয়া টেস্ট। এতে চিকিৎসার সুযোগ মিলছে। সব মিলিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় এবছর ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানান তিনি।

ওয়েবসাইটে নাম বাদ, এসডিওর দ্বারস্থ ২১৪

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এসআইআরের নামে বিভ্রান্ত তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। সংশোধন করতে গিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে কমিশন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আতঙ্ক। এবার তালিকায় নাম থাকলেও ওয়েবসাইট থেকে নাম বাদ পড়ল ২১৪ জনের। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, এই অঞ্চলের প্রায় ৭৬৩ জন ভোটারের নাম রয়েছে ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। কিন্তু সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ২০০২-এর ভোটার তালিকায় রয়েছে ৫৪৯ জনের নাম। নাম বাদ পড়েছে প্রায় ২১৪ জন এলাকার ভোটারের। ঘটনায় উদ্বেগে পড়েছে সেই ভোটাররা। এই ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে সোমবার মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন আগডিমটিখন্তি অঞ্চলের প্রধান তথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন। সাথে ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস এর জেলা সভাপতি কৌশিক গুন। এ-ব্যাপারে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন জাকির হুসেন। পাশাপাশি নাম বাদ পড়া ভোটারদের ফর্ম নেওয়ার জন্যে বিএলওদের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক। বিজেপি পরিচালিত নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে একটি সম্প্রদায় নিয়ে রাজনীতি করছে। ভারতের বাসিন্দা হলেও তাঁদের নাম অনলাইনে বাদ দেওয়া হচ্ছে। অসহায়ভাবে অনলাইনে নাম না থাকা মানুষ ধরনা দিচ্ছেন। ২০২৬-এর নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দেবেন বলে জানান জাকির হুসেন।

সার আতঙ্কে আত্মঘাতী কমলা ভুবনচন্দ্রের পরিবারের পাশে দল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। কী করবেন পরিবারের সদস্যরা? মাথার ওপর ছাদটা চলে যাবে না তো? পরিবারগুলিকে এই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শোকার্ত ওই অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি বাড়িতে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সোমবার রাজগঞ্জের আমবাড়ির বাসিন্দা মৃত ভুবনচন্দ্র রায় এবং জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ির বাসিন্দা কমলা রায়ের বাড়িতে যান আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, বিধায়ক খগেশ্বর রায়-সহ জেলা নেতৃত্ব। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। যে-কোনও প্রয়োজনে পাশে থাকার কথা দেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন বিভ্রান্ত করছে সাধারণ মানুষকে। মানসিক চাপ তাঁরা নিতে পারছেন না। ভবিষ্যৎ কী হবে, এই ভেবে চলে যাচ্ছে একের পর এক প্রাণ। তবে প্রত্যেকে বলব, আতঙ্কিত হবেন না। আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন না। কারণ বাংলার প্রতিটি মানুষের পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য দলের তরফে শিবির করা হয়েছে। দলের নেতা-কর্মীরা ওই শিবিরে থাকছেন, মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

শোকার্ত পরিজনদের পাশে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া গোপ, খগেশ্বর রায় প্রমুখ।

ব্রোঞ্জ পদক জয়

৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৫-২৬ এ তায়কোয়ান্ডো বিভাগে দুর্দান্ত যাত্রা শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই রাজ্যের দুই কন্যার লড়াই মন কাড়ল সকলের। দৃঢ়তা, গতি এবং আত্মবিশ্বাস—এই তিনের মেলবন্ধনেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন তাঁরা। মালদহের মেয়ে সুমেধা পাল ৬৩ কেজি বিভাগে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।

আমার বাংলা
18 November, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আদিবাসীদের চাকরির বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে পুলিশের শিবির

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বেড়েছে শিক্ষার হার, বেড়েছে চাকরির প্রতি আগ্রহও। মাওবাদী উপদ্রব থেকে মুক্ত শান্তির অযোধ্যা পাহাড় এলাকার যুবদের তাই পাশে দাঁড়িয়েছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উদ্যোগ নিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে আয়োজন করেছিলেন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং শিবির। গত ৯ অগাস্ট অযোধ্যা হিলটপে শুরু হয়েছিল শিবির। নাম দেওয়া হয়েছে প্রেরণা। তিন মাসের কোচিং শেষে যোগ দেওয়া সকলকে নিয়ে জেলা পুলিশ লাইনে একটি অনুষ্ঠান করা হল। ছিলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। তাঁরা পুলিশের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ৯ অগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে এই শিবিরটি চালুর সময় পুলিশ সুপার বলেছিলেন, পাহাড় ও পাহাড়তলিতে বহু যুবক-যুবতী পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীতে চাকরি করার যোগ্য। কিন্তু তাঁরা উপযুক্ত কোচিং পান না। তাই এমন একটি আবাসিক শিবিরের আয়োজন করল পুলিশ। তিনমাস পর সোমবার কোচিং শেষের অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বলেন, এই শিবিরে খুব উপকার হয়েছে। শুধু পুলিশ নয়, যে কোনও চাকরির ইন্টারভিউতেই কোচিং কাজে লাগবে।

অযোধ্যা পাহাড় এলাকার যুবদের নিয়ে প্রেরণা কোচিং শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

নিবেদিতা বলেন, অযোধ্যা পাহাড় মানেই প্রকৃতির রূপের ডালি। বহু মানুষ বেড়াতে আসেন। সেই পর্যটনের হাত ধরেই হচ্ছে এলাকার আর্থিক উন্নতি। পর্যটনস্থলগুলির বিকাশের পাশাপাশি রাজ্যের চেষ্টায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যেও উন্নয়ন ঘটেছে। শান্তির পাহাড়ে তাই অন্য ভূমিকায় পুলিশ। পুলিশ সুপারের প্রশংসা করেন তিনি।

দুর্গাপুরে অনলাইন ফর্ম পূরণ শিখিয়ে দিচ্ছেন এসডিও

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অনলাইনে সহজে এসআইআর ফর্ম পূরণ করানোয় দুর্গাপুর মহকুমাশাসক বিশেষ উদ্যোগ নিলেন জনগণের সুবিধার জন্য। মহকুমার বাসিন্দাদের অনলাইনে নির্ভুলভাবে নিজেদেরই

এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করতে সোমবার দুপুর দেড়টায় বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক করলেন মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস। জানালেন, নাগরিকেরা এখন সরাসরি voters.eci.gov.in ওয়েব সাইটে গিয়ে অথবা ইসিআইডটনেট (eci.net) অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে নিজের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত তথ্য যাচাই ও ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। মহকুমাশাসকের কথায়, এপিক কার্ডে ফোন নম্বর আগে থেকে সংযুক্ত না থাকলেও চিন্তার কারণ নেই। অনলাইন পোর্টালে ঢুকে সরাসরি ফোন নম্বর সংযোজন করা সম্ভব। এমনকী একটি মোবাইল নম্বর থেকে একাধিক নাম এন্ট্রি করা যাবে। তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, অনলাইন এন্ট্রির সঙ্গে অফলাইন এসআইআর ফর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি শুধুমাত্র মানুষের সুবিধা বাড়াতে এবং ভুলত্রুটি কমাতে সরকারের একটি উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বুথে বিএলওরা অফলাইনে ফর্ম সংগ্রহ করছেন এবং সেগুলির তথ্য অনলাইনে আপলোড করার দায়িত্বও তাঁদেরই। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের এই ডিজিটাল উদ্যোগে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি ভুল তথ্য জমা দেওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কমে যাবে। এসআইআর ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে এবং প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করতে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিঃসন্দেহে কার্যকর ভূমিকা নেবে।

টোটো উল্টে আহত

● নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটো উল্টে যাওয়ায় আহত এক শিশু-সহ তিন। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান–আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের মিরেপোতা বাজার এলাকায়, সোমবার। জানা গিয়েছে, যাত্রিবাহী টোটোতে বর্ধমানের দিক থেকে আরামবাগের উদ্দেশে যাওয়ার সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড আঘাতে উল্টে যায় টোটোটি। গুরুতর আহত হন টোটোয় থাকা শিশু ও দুই যাত্রী।

চিকিৎসা অবহেলায় মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল রানিগঞ্জ

হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন রোগীর পরিজনরা।

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : রানিগঞ্জের শুভদর্শনী হাসপাতালে এক মহিলা রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল হাসপাতাল চত্বরে। রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের অভিযোগ, চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। রবিবার বিকেল ৬-১৭ নাগাদ জামুরিয়ার বেলালি এলাকার খাজানগরের বাসিন্দা শেখ মহিদের মেয়ে বছর কুড়ির সানোয়ারা খাতুন বমি পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ডাঃ অভিজিৎ ঘোষের অধীনে ভর্তি হন। অভিযোগ, রোগীভর্তির সময় থেকেই শুরু করে রোগীর মৃত্যুর পর বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেলেও চিকিৎসকের কোনও দেখা মেলেনি, যা চিকিৎসকের গাফিলতির একমাত্র উদাহরণ বলে দাবি করেন রোগীর পরিজনেরা। সোমবার সকালে এই দাবিতেই মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের রানিগঞ্জ স্কোয়্যারে শুভদর্শনী হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। পরিজনেদের দাবি, অভিযোগ দায়ের করা হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

দেদার জলের কল, মিটার চুরি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : একাধিক বাড়ি থেকে পানীয় জলের কল ও কলের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বর্ধমান শহরের ২৬ নং ওয়ার্ডের লাকুর্ডি খ্রিস্টানপাড়ায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে এলাকার একাধিক বাড়ি থেকেই চুরি গেছে অদ্ভুত প্রকল্পের কল ও মিটার। প্রথমে বৃহস্পতিবার রাত্রে এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরি হয়। পরের দিন সকালে উঠে তাঁরা দেখেন কল ও মিটার চুরি গিয়েছে শুধু মিটারের বাক্সটি পড়ে। এরপর গত রাতে আবারও পরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে একই ঘটনা ঘটে। এইভাবে জলের কল ও মিটার চুরির যাওয়ায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

কুড়িয়ে-পাওয়া ল্যাপটপ, নগদ টাকা ফেরালেন চন্দন

সংবাদদাতা, পিংলা : মানবিকতা এবং নির্লোভিতার পরিচয় দিলেন চন্দন দাস। প্রধানের উপস্থিতিতে ফিরিয়ে দিলেন কুড়িয়ে পাওয়া ৪০ হাজার টাকা, ল্যাপটপ ও কাগজপত্র। বিশেষ কাজে মেদিনীপুর-হাওড়া লোকালে কলকাতা গিয়েছিলেন পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ নং ব্লকের সিতি বাটিটাকি গ্রামের চন্দন দাস। শ্যামচক স্টেশনে নেমে দেখেন একটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে। সেই ব্যাগ নিয়ে সোজা আসেন পরপয়াড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সনাতন বেরার বাড়িতে। তারপর সেই ব্যাগের কাগজপত্র দেখে জানা যায়, ওই ব্যাগটি মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা মাম্পি মজুমদারের। তারপর তাঁকে ডেকে গতকাল সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দেন। সনাতন জানান,

চন্দন আমাদের এলাকার বাসিন্দা। ওঁর এই কাজে আমরা খুবই আপ্লুত। আজকের দিনেও এমন নির্লোভি মানুষ রয়েছেন, তা চন্দনকে না দেখলে বোঝা যেত না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এই ধরনের সততাই শিখিয়েছেন। চন্দনের মানবিকতায় মুগ্ধ মাম্পি মজুমদার জানালেন কৃতজ্ঞতা।

ছাল্লা গ্রামে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দান

জলের পাইপ ফেটে ক্ষতি, কৃষকদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মন্থা ঘূর্ণিঝড়ে তেমন কিছু হয়নি। ক্ষতি হয়েছে জাইকায় পাতা নলবাহিত পানীয় জলের পাইপ ফেটে গিয়ে। ফেটে যাওয়া পাইপের জলে মানবাজার থানার ছাল্লা গ্রামে ১২ জন কৃষকের ৩২৪ ডেসিমেল জমির ধান চলে গিয়েছিল জলের তলায়। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল পুরো ধান। জেলা কৃষি দফতর দ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ায়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো জানিয়েছেন, মোট ৬৩,৫০৪ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়াও গ্রামে যান মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু ও সরকারি আধিকারিকরা।

ঝাড়গ্রাম জেলায় টোটো ধর্মঘটে নাকাল শহরবাসী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে টোটো ধর্মঘট শুরু হল আজ থেকে। শহরে মিছিল করে আজ প্রতিবাদ জানান টোটোচালকেরা। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় টোটো সংগঠনের তরফে। সম্প্রতি রাজ্য পরিবহণ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তায় টোটো চালাতে হলে টোটোর রেজিস্ট্রেশন এবং টোটোচালকের লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। তার জন্য নির্দিষ্ট টাকাও বেঁধে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। ঝাড়গ্রাম জেলায় টোটোচালকদের অভিযোগ, সেই নিয়মের কোনও তোয়াক্কা না করে জেলা আরটিওর তরফে একাধিক নিয়ম দেখিয়ে অনেক বেশি টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা টোটোচালকদের পক্ষে এককালীন দেওয়া অসম্ভব। পাশাপাশি পুরনো টোটোর রেজিস্ট্রেশনও সম্ভব নয়, কারণ বর্তমানে সরকারি অনুমোদন করা টোটো না হওয়া এবং সেই সমস্ত কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় কাগজ পেতেও বহু টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তারপরও কোনও নিশ্চিয়তা নেই বলে অভিযোগ। এই বেনিয়ম এবং অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার প্রতিবাদে আজ থেকে টোটো চালানো বন্ধ রেখেছে টোটোমালিকেরা। টোটো বন্ধ হওয়ায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ। ট্রেন, বাস অথবা বাজার থেকে ভারী ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফেরার একমাত্র উপায় ছিল টোটো। বয়স্ক মানুষদেরও সমস্যা হচ্ছে। ফলে সাধারণ লোক চাইছেন অবিলম্বে চালু হোক টোটো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রাহকদের ঠকিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে পুলিশের জালে স্বর্ণব্যবসায়ী আব্দুল সাত্তার। রবিবার রাতে হুগলির চণ্ডীতলা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে এগরা থানা এলাকার স্বর্ণব্যবসায়ী

আমার বাংলা
18 November, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

রাস্তার কাজের সূচনা

● পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন-২ ব্লকের সাউরি অঞ্চলের আগড়বাড়চক বুথে সকলকে নিয়ে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে রাস্তার কাজের সূচনা হল, সোমবার। ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন দাঁতন-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শেখ ইফতিকার আলি-সহ অন্যরা।

ত্রাতা বিধায়ক খগেন

● নিজে বসেই সাধারণ গ্রামবাসীর ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন ডাক্তার-বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। বিধানসভা এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। যেখানে ভিড় করে মানুষ ফর্ম পূরণ করাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে কোথাও ভুল থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাইট খুলে ঠিক করে দিচ্ছেন বিধায়ক নিজেই। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের নির্দেশে এতদিন বিএলএ-২দের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ মাহাতো। এবার সরাসরি গ্রামেগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের ফর্ম ফিলআপের কাজ নিজেই করছেন। দলীয় কর্মীদের দিয়ে প্রতিটি এলাকায় আলাদা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই ক্যাম্পগুলিতে ঘুরে ঘুরে তিনি নিজে বসে ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। যেখানে কোনও সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গিয়ে সমাধানও করছেন ডাক্তার-বিধায়ক। ফলে এসআইআর নিয়ে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গিয়ে এখন গ্রামবাসীর মুখে হাসি।

কবি স্মরণ

● কুশাঙ্কুর আয়োজিত কবি-স্মরণ হল, হুগলির বন্দিপুরে আকাশ সভাঘরে। কবি ধনঞ্জয় ঘোষালকে স্মরণ করে সকাল থেকে দুপুর অবধি চলে মরণোত্তর চক্ষুদান অঙ্গীকার শিবির ও রক্তদান শিবির। এরপরই শুরু হয় কথায়-কবিতায়, স্মৃতি- শ্রুতিতে কবিকে স্মরণ। সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে সূচনা। সঞ্চালনায় ছিলেন অমৃতা ঘোষাল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্য। উদ্যোগ মৃণালকান্তি দাস ও শুভঙ্কর মালের।

বর্ধমান চিড়িয়াখানা দেখতে পরিচালন কমিটির সদস্যরা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সোমবার বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক পরিদর্শনে এলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুলজিক্যাল অথরিটির গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরা। পার্কের বিভিন্ন প্রাণী ও পাখির আবাসস্থল, খাদ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তাঁরা। কর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করে বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণের মান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য নেন। বন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি কমলাকান্ত বলেন, শুধু বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক নয়, রাজ্যের অন্যান্য চিড়িয়াখানাতেও ধাপে ধাপে এই পরিদর্শন হবে। প্রতিটির ম্যানেজমেন্ট, নিরাপত্তা, পরিকাঠামো ও প্রাণিসুরক্ষার বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

■ চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে জু গভর্নিং বডির সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে কমিটির সদস্যরা জানান, বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্কের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ প্রকল্প ইতিমধ্যেই মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন যে সব পশুপাখি আনার প্রস্তাব রয়েছে, তার তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্কে নতুন প্রাণী সংযোজন করা হবে।

পি কমলাকান্তের মতে, রাজ্যের প্রতিটি জু-তেই আধুনিক পরিকাঠামো ও প্রাণিকল্যাণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্কেও সেই লক্ষ্যেই উন্নয়নমূলক কাজ এগোচ্ছে।

ঝাড়গ্রামে আইনি সচেতনতা শিবির

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গ্রামবাংলায় আজও অনেক প্রবীণ বাবা-মা এবং বয়স্ক মানুষ ঘরোয়া হিংসা, অবহেলা বা বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার মতো সমস্যার শিকার হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা জানেন না, এ নিয়ে আইনসম্মত পথ রয়েছে। সেই আইনি সহায়তার কথাই সাধারণ মানুষকে জানাতে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের খাসজঙ্গল গ্রামে হল আইনি সচেতনতা শিবির। বিচারকেরা নিজে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরলেন আইন এবং আইনি পরিষেবার নানা দিক। কোথায়, কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে মানুষ এই পরিষেবা পেতে পারেন, তাও বিশদে জানালেন। ঝাড়গ্রামের কলমাপুকুরিয়া ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় সোমবার এই শিবির হয়। শিবিরে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সাইবার অপরাধ, প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার এবং পিতা-মাতার যথাযথ দেখাশোনার আইনসহ বিভিন্ন গুরুতর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঝাড়গ্রাম পারিবারিক আদালতের বিচারক দেবপ্রিয় বসু ঘরোয়া হিংসা প্রতিরোধ এবং অন্যান্য আইনি সহায়তা নিয়ে বলেন। জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু বলেন, এমন সময়োপযোগী আলোচনা সাধারণ মানুষের অত্যন্ত উপকারে আসবে। ক্লাব সভাপতি স্বরূপ ঘোষ জানান, এদিন শিবিরে প্রায় ২৫০ জন পুরুষ-মহিলা ও ছাত্রছাত্রী ছাড়াও ছিলেন সুব্রত বারিক, এসআই মামিনুর মিয়া, অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত ও আলেক সিং প্রমুখ।

পুণে থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ পরিযায়ী

■ পরিযায়ী শ্রমিকের ছবি হাতে মা ও পরিবারের লোকজন।

সংবাদদাতা, কালনা : পুণে থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে পুণে স্টেশন থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। দশদিন হয়ে গেলেও তাঁর খোঁজ না মেলায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন কালনার নিউ মধুবন এলাকার ওই শ্রমিকের পরিবার। নিখোঁজ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নেপাল শেখ। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। গত এক মাস পুণেতে কাজ করছিলেন। গত ৮ তারিখ মায়ের সঙ্গে তাঁর শেষবারের মতো ফোনে কথা হয়। ওই দিনই তাঁর পুণে স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। তারপর থেকেই তাঁর ফোন সুইচড অফ। দশদিন হয়ে গেলেও ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে পরিবার। মা মনা বিবি জানান, ছেলের ফোন বন্ধ। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। পুলিশ অনুসন্ধান করছে। খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও খোঁজখবর শুরু করেছে।

ফের তৃণমূলের ভোটরক্ষা ক্যাম্পে হামলা, আজ নন্দীগ্রামে প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পে ভাঙচুর চালিয়েছিল বিজেপি, রবিবার সকালে। সেই ঘটনার পর পুনরায় রবিবার রাতে তৃণমূলের ক্যাম্পে ভাঙচুর চালাল বিজেপির লোকজন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার এ নিয়ে নন্দীগ্রামের গোবিন্দপুর এলাকায় তৃণমূলের তরফ থেকে প্রতিবাদসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক এলাকার ভেকুটিয়া অঞ্চলের গোবিন্দপুর মোড়ে তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরে বিজেপির লোকজন ভাঙচুর চালায়। এরপর তৃণমূলের তরফে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোড়া-সহ ১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। এরই রাগে পুনরায় রাতে ওই শিবিরে ভাঙচুর চালায় বিজেপি। ফলে সোমবার ওই ক্যাম্প চালু করা যায়নি। নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য শেখ সুফিয়ান বলেন, বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামব। মঙ্গলবার আমরা প্রতিবাদসভা করব।

কাটোয়ায় কার্তিকের লড়াই ঘিরে উৎসবের মেজাজ

সুনীতা সিং ● কাটোয়া

কার্তিকপুজো, বলা ভাল কার্তিকের লড়াইয়ের কথা বললেই রাজ্যের এই মফস্বল শহরের কথা মনে পড়বেই। কাটোয়ার সঙ্গে কার্তিক লড়াইয়ের সম্পর্কটা সুপ্রাচীন। এবারও কার্তিকের লড়াইকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠবেন সমগ্র কাটোয়াবাসী। বাহারি আলোর রোশনাই ও নামীদামি ব্যান্ড ও তাদের বাজনায় মেতে উঠবেন কাটোয়াবাসী। মনে করা হচ্ছে, লক্ষাধিক মানুষ ভিড় জমাবেন। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনও তৈরি। প্রায় একশো বছর আগেও ইতিহাসের পাতায় এই শহরে কার্তিকপুজোর প্রচলন ছিল কিন্তু কার্তিকের লড়াইয়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থানীয় ক্লাবের তুষারকান্তি দত্ত জানিয়েছেন, কাটোয়ার কার্তিক লড়াই আধুনিককালের। ১০০ বছর আগের গ্রন্থ, ইতিহাস, সংবাদপত্র বা কাটোয়ার যে প্রথম লিখিত ইতিহাস নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, সেখানে কার্তিকপুজোর উল্লেখ আছে, কিন্তু কার্তিক লড়াইয়ের উল্লেখ নেই। এটা মূলত বাবু সম্প্রদায়, ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। এটা কিছুটা বারবনিতাদের জন্য, তাঁদের সন্তানহীনতার যন্ত্রণা থেকে লাঘব পাওয়ার জন্য কার্তিকপুজোর প্রচলন হয়। কাল থেকে কালান্তরে কার্তিকের চেহারা বদলেছে। এই মুহূর্তে এটি কাটোয়া মহকুমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে অর্থনীতির একটা গভীর সম্পর্কও জড়িয়ে রয়েছে। পুজো নিয়ে বিভিন্ন গল্প রয়েছে, তবে তার লিখিত প্রমাণ নেই। সবটাই গল্প কথা। আগে কাঁধে করে কার্তিকের 'থাকা' ঘুরত। হ্যাজাকের আলো থাকত। শোভাযাত্রায় উচ্চবিত্ত ধনী লোকেরাও থাকতেন। বর্তমানে সেটা বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে বিস্তার পেয়েছে। সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে।

আমার বাংলা
18 November, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মনোমুগ্ধকর কাঞ্চনজঙ্ঘা

ঝলমলে আবহাওয়া। সোমবার সকালে শৈলশহর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। শীতের সকালে এমন অবাক করা দর্শনে মুগ্ধ পর্যটক থেকে স্থানীয়রাও। কুয়াশা সরিয়ে এমন ঝলমলে আবহাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের। স্থানীয়রা বলছেন, শেষ দশদিন ধরে বেলা বাড়তেই উঠছে হালকা রোদ। তখনই দেখা মিলছে শায়িত বুদ্ধর। তবে সোমবার একেবারে স্পষ্ট দেখা গেল।

কামড়াল গন্ডার

জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধার হাতের আঙুল কামড়ে নিল গন্ডার! আঙুল খোয়া গেল ওই বৃদ্ধার। চিলাপাতা বনাঞ্চল সংলগ্ন সিমলাবাড়ির ঘটনা। রবিবার সন্ধেয় ওই বৃদ্ধা জঙ্গল সংলগ্ন মাঠ থেকে তাঁর গরু আনতে গিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ জঙ্গল থেকে দুটি গন্ডার বের হয়ে আসে। একটি তাঁর উপর হামলা চালায়।

ফাঁসির সাজা

(প্রথম পাতার পর)

যোগও দেননি তিনি। হাসিনার আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি হিসেব বলছে আন্দোলনকারীদের সংখ্যা ছিল ৮০০। তাহলে দেড় হাজার আন্দোলনকারীর মৃত্যু হল কীভাবে? এদিকে হাসিনার সাজার ঘটনায় ভারতের প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যে রায় ঘোষণা করেছে তা ভারতের নজরে এসেছে। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে ভারত বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ, বিশেষত শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চা-বলয়ে হিন্দিভাষী ভোটারদের ফর্ম পূরণে সাহায্য জেলা প্রশাসনের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন। ডুয়ার্সের চা-বলয়ে হিন্দিভাষী ভোটারদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল জেলা প্রশাসন। চা-বাগানের আদিবাসী চা-শ্রমিক থেকে শুরু করে, টোটো, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, বক্সা পাহাড়ের ডুকপা-সহ প্রায় সকলেই হিন্দি মোটামুটি জানেন। কিন্তু এসআইআরের যে ফর্ম বিএলও'রা বিলি করছেন তা সম্পূর্ণটাই বাংলায় লেখা। তাই চা-বলয়ে এই ফর্ম পূরণ করা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট সমস্যা। রাজ্যের প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ারে রয়েছে ৬৪টি চা-বাগান। এছাড়াও তার আশপাশের এলাকা মিলে সেখানে রয়েছে কমবেশি চার লক্ষ ভোটার। এবং এরা সকলেই নিজের মাতৃভাষা বাদে একমাত্র হিন্দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। যার কারণে ওই ৪ লক্ষ হিন্দি ভাষাভাষী মানুষদের এসআইআর ফর্ম পূরণ নিয়ে সংকটে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলো। জেলা প্রশাসন যেমন চাইছে নির্বাচন কমিশনের প্রদেয় দায়িত্ব সঠিক সময়ে, সুচারু ভাবে শেষ হোক, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের ভোটারদের নাম সময়ের মধ্যেই নিশ্চিত করতে চাইছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। আর এই কারণেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বাগানে বাগানে চালু করেছে চালু করেছে এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন বিএলওদের সঙ্গে কাজের সুবিধার্থে দিয়েছে বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষা জানা সরকারি কর্মীদের।

ফর্ম ফিলআপের কাজে সাহায্য করছেন আধিকারিক।

এই বিষয়ে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বাঁড়া ওরাওঁ বলেন, আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বলয়ে ভাষার সমস্যা যাতে মানুষের এসআইআর ফর্ম পূরণে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, আমরা তাই দলের পক্ষ থেকে সহায়তা কেন্দ্র খুলে মানুষকে সহায়তা করছি। জেলার ওসি ইলেকশন শুভ্র নন্দী জানান, এসআইআরের ফর্ম বাংলায় ছাপা হওয়াতে জেলার চা-বলয় ও চা-বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলওদের সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী একজন করে অতিরিক্ত কর্মীকে নিয়োগ করেছি।

চিকিৎসা করিয়ে মহিলার প্রাণ বাঁচালেন তৃণমূল সদস্যরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাসমেলায় গিয়ে শুরু হয় তীব্র শ্বাসকষ্ট। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মহিলা। তড়িঘড়ি ছুটে আসেন তৃণমূলের সহায়তা কেন্দ্রের সদস্যরা। কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বাঁচেন মহিলা। রবিবার রাতভর প্রচুর দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়েছিল কোচবিহার রাসমেলায়। রাসমেলা এসে শিল্পী দাস নামে এক মহিলা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থ শিল্পী দাস নামে ওই মহিলা শ্বাসকষ্টজনিত কারণে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কোচবিহার ২ ব্লকের মধুপুরের বাসিন্দা। মেলার একটি দোকানের সামনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এক ব্যবসায়ী রাসমেলায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তা কেন্দ্রে জানান। সহায়তা কেন্দ্রে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা অসুস্থ মহিলার পাশে দাঁড়ান। তড়িঘড়ি মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কোচবিহারের প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, ওই মহিলার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। খবর পাওয়ামাত্রই সাত থেকে আটজন দল বেঁধে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করেছি। অসুস্থ মহিলার সঙ্গে ছিলেন তাঁর বয়স্ক মা ও সন্তান। মেডিক্যাল কলেজে সেই মহিলার চিকিৎসা হয়।

তৃণমূলের সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহিলা।

যৌনকর্মীদের এসআইআর সহায়তা

দিনহাটায় সহায়তা কেন্দ্রে মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে থাকা প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। যৌনকর্মীরা সঠিকভাবে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারছেন কি না খোঁজ নিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সোমবার মন্ত্রী ওই এলাকার সহায়তা কেন্দ্রে হাজির ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএদের সঙ্গে কথা বলে সকলে সঠিকভাবে ফর্ম পূরণ করছেন কি না সে-ব্যাপারে আলোচনা করেন। পাশাপাশি মন্ত্রী সেই যৌনকর্মীদের সচেতন করেন, যাতে বিজেপির ফাঁদে পড়ে এই ফর্ম পূরণ করতে পিছিয়ে না যান তাঁরা। মন্ত্রী বলেন, যাদের দুয়ারের মাটি ছাড়া মায়ের মূর্তি তৈরি হয় না, সরকার তৈরি করতে তাঁদের সমর্থন অবশ্যই প্রয়োজন।

কমিশনের চাপ, ক্ষোভে বিএলওরা

স্মারকলিপি হাতে বিএলওরা।

সংবাদদাতা, মালদহ: অতিরিক্ত চাপে সমস্যায় পড়েছেন বিএলওরা। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। এসেছে মৃত্যুর খবরও। কী করবেন তাঁরা? এই চাপ থেকে তাঁরা মুক্তি চান। এই দাবি জানিয়েই এবার বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন তাঁরা। সোমবার মালদহের হবিবপুরে। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নিয়মিতই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে এসআইআর-এর ফর্ম পৌঁছে দিচ্ছেন এবং পরে তা সংগ্রহও করছেন। এই কাজই যখন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ, তখন ফের ডিজিটাইজেশনের দায়িত্ব চাপানোয় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: চম্পাসারির জামা মসজিদে পৌঁছালেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এদিন সেখানে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কেন্দ্রের এসআইআর উদ্যোগকে লক্ষ্য করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী অভিযোগ করেন, ভোটের মুখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই কেন্দ্র এই প্রকল্প চাপিয়ে দিচ্ছে, এবং রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। চম্পাসারির জামা মসজিদে স্থানীয় মহল ও দলীয় কর্মীদের উপস্থিতিতেই এই বক্তব্য রাখেন তিনি। মন্ত্রীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের বাড়িতে বোমা-হুমকি। শুধু স্ট্যালিন নয়, দক্ষিণী তারকা অরবিন্দ স্বামী, অজিত কুমার এবং খুশবুর বাসভবনেও একই হুমকি। ডিজিপির অফিসে ই-মেলে পাঠানো হুমকি পেয়েই তল্লাশিতে নামে পুলিশ। তবে কিছুই পাওয়া যায়নি

দিল্লি দরবার
18 November 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in
১১
১৮ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

যোগীরাজ্যে 'মহাভারতের পাশা'!

জুয়ায় হেরে স্ত্রীকে ৮ ধর্ষকের হাতে তুলে দিল বেহায়া স্বামী

লখনউ: এমন ঘটনা শুধু বোধহয় যোগীরাজ্যেই সম্ভব। আধুনিক ভারতে যেন মহাভারতের পাশাখেলার পুনরাবৃত্তি। জুয়ায় নিজের স্ত্রীকে বাজি ধরেছিল স্বামী। কিন্তু হেরে যাওয়ায় গুণধর স্বামী স্ত্রীকে তুলে দিল ধর্ষণকারীদের হাতে। ৮ জন মিলে ধর্ষণ করল সেই অসহায় মহিলাকে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশের বাগপত। স্তম্ভিত সভ্যসমাজ। পুলিশের কাছে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, গতবছর ২৪ অক্টোবর তাঁর বিয়ে হয়েছিল মিরাটের খিওয়াই এলাকার দানিশের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন মদ এবং জুয়ার নেশায় আসক্ত দানিশ। শুধু তাই নয়, বিয়ের ক'দিন পর থেকেই পণের দাবিতে তাঁর উপর শ্বশুরবাড়িতে শুরু হয় লাঞ্ছনা এবং দৈহিক অত্যাচার। সঙ্গে চলে যৌন নির্যাতনও। তারপরেই জুয়ায় তাঁকে বাজি ধরার পালা। চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় অমানবিকতা। নির্যাতিতা গৃহবধূ পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী জুয়ায় হেরে যাওয়ার পরে যে ৮ ধর্ষণকারীর হাতে তাঁকে জোর করে তুলে দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল শ্বশুর ইয়াসমিন, ভাসুর শাহিদ এবং ননদের স্বামী শওকিনও। ইয়ামিন তাঁকে বলেছিল, তুমি যৌতুক নিয়ে আসোনি। তাই আমরা যা বলব, তাই করতে হবে তোমাকে। নির্যাতিতা প্রতিরোধ করতে গেলে তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে তারা। লাগাতার ধর্ষণে গর্ভবতী হয়ে পড়লে অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। জোর করে গর্ভপাত করানো হয়। এখানেই শেষ নয়, অ্যাসিড ঢেলে পা পুড়িয়ে দেওয়ার পরে ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। মৃত্যুর মুখ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন পথচারীরা। বিনোলি থানায় নির্যাতিতা এফআইআর করার পরেও নির্বিকার যোগীর গেরুয়া পুলিশ। এখনও গ্রেফতার করা হয়নি অভিযুক্তদের।

খুনের অভিযোগে ধৃত পুলিশ

উত্তরপ্রদেশ: এই না হলে যোগীর পুলিশ! স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিকার চাইতে থানায় গিয়েছিলেন ৩০ বছরের মহিলা কিরণ। তাঁর সঙ্গেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল ওই থানার সাব ইন্সপেক্টর অঙ্কিত যাদব। এখানেই শেষ নয়, গাড়িতে চাপিয়ে কিরণকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সামান্য বচসার জেরে মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে তাঁকে খুনও করে বসল অঙ্কিত। তারপরে রাস্তার পাশে মৃতদেহ ফেলে দিয়ে চম্পট দিল সাব ইন্সপেক্টর। ঘটনাটি ঘটেছে মাহোবা জেলার কাবরাই এলাকায়। গ্রেফতার করা হয়েছে খুনি গেরুয়া পুলিশ আধিকারিককে।

শাহিনের ৭ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ৩ জাল পাসপোর্ট রহস্য

আত্মঘাতী বোমারু খুঁজে না পেয়ে শেষে নিজেই সেই দায়িত্ব নেয় উমর

নয়াদিল্লি: একবছর ধরে আত্মঘাতী বোমারু খুঁজে বেড়িয়েছিল লালকেল্লা বিস্ফোরণের মূল চক্রী উমর নবি। কিন্তু মনের মতো উপযুক্ত আত্মঘাতী জঙ্গি শেষপর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে সে নিজেই আত্মঘাতীর ভূমিকা নেয়। ডক্টর মডিউলের সদস্যদের উমর বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, আত্মঘাতী হামলাকারী ছাড়া বড়মাপের অপারেশন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। লালকেল্লা কাণ্ডের মূল মাথা উমর ছিল তার মতাদর্শে অবিচল। দিল্লিকাণ্ডে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বিষয়টা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তদন্তকারীদের কাছে। এদিকে উমরের ষড়যন্ত্রের আরেক দোসর জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিসকে সোমবার গ্রেফতার করল এনআইএ।

শাহিনের ৭ অ্যাকাউন্ট রহস্য

এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে অন্যতম প্রধান চক্রী শাহিন শাহিদও এখন তদন্তকারীদের রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ। বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা শাহিনের সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তিনটি জাল পাসপোর্টের

হদিশ পেয়েছেন। এই তথ্যকে হাতিয়ার করেই এবার তদন্তের জাল গোটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। দিল্লি বিস্ফোরণের আগে বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোটা টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন অন্যতম চক্রী ও আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক শাহিন শাহিদ, এমনটাই সন্দেহ ছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। এবার সেই সন্দেহের নিরসন করার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে শাহিনের সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মনে করছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীরা। এই সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে চারটি কানপুরে, দুটি লখনউয়ে, বাকি দুটি দিল্লিতে। গোয়েন্দারা আগেই জেনেছেন প্রচুর বিস্ফোরক, একে ৪৭ কেনার জন্য ২ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছিল শাহিন শাহিদ। এই টাকা তাকে কে কে দিয়েছিল, সেই তথ্য জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হাতে পারে শাহিনের সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এমনটাই মনে করছেন এনআইএ-র গোয়েন্দারা।

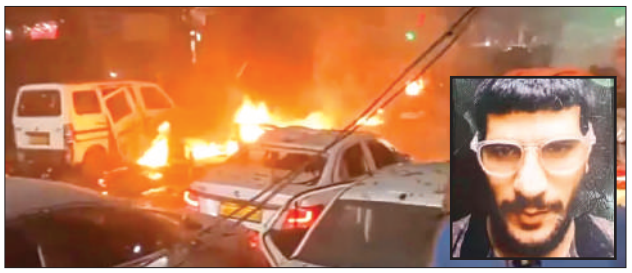

স্ক্যানারে ৩ জাল পাসপোর্ট

এর পাশাপাশি আরও একটি তথ্য জাতীয় গোয়েন্দাদের চোখ কপালে তুলে দিয়েছে। দিল্লির লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে এনআইএ-র গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন তিনটি জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করত শাহিন শাহিদ। এই পাসপোর্ট ব্যবহার করেই তিনবার পাকিস্তান গিয়েছিল শাহিন। একইরকমভাবে তুরস্ক এবং দুবাই যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই জাল পাসপোর্টই ব্যবহার করেছিল শাহিন, দাবি গোয়েন্দা সূত্রের। এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানার চেষ্টা করছেন, জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে শাহিনের তুরস্ক ও পাকিস্তান সফরে আর কে কে সঙ্গী হয়েছিল। শাহিনের এই বিদেশ সফরগুলির সঙ্গে দিল্লি বিস্ফোরণ ও ভারতে জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিস্তার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলেই দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের।

রিমোট কন্ট্রোল বিস্ফোরক রকেট

এসবের মাঝেই দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত কাশ্মীরের অধিবাসী জাসির বিলাল ওয়ানিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এই জাসির দিল্লি বিস্ফোরণের মাস্টার মাইন্ড উমর নবিকে সহায়তা করার পাশাপাশি বিস্ফোরক বোঝাই রকেট তৈরি করার কাজ শুরু করেছিল। দূর নিয়ন্ত্রিত রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা পরিচালিত এই ছোট রকেট তার নির্দিষ্টে লক্ষ্যে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে যেত সেই বিল্ডিং বা লক্ষ্যবস্তু, এমন ভয়াবহ পরিকল্পনা করেছিল জৈশ ই মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর নির্দেশে কাজ করা এই জঙ্গিরা, এমনই দাবি করা হয়েছে এনআইএ সূত্রে।

নৃশংস খুন? দিল্লিতে স্টেশনের কাছে মহিলার অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত দেহ

নয়াদিল্লি: দিল্লির প্ল্যাটফর্মে মহিলার অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন দেহ। ক্ষতের গভীরতা ও ধরন থেকে স্পষ্ট, নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনাই প্রমাণ করছে, খোদ রাজধানীতেই সংকটে নারী নিরাপত্তা। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির আদর্শনগর রেলস্টেশনের কাছে মধ্যবয়স্কা মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহটি প্রথম দেখতে পান সবজি মান্ডি এলাকার জিআরপি কর্মীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মুখ ও মাথায় গভীর ক্ষত ছিল। মৃতার বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪৫, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তিনি ভবঘুরে ছিলেন। মহিলার মুখ ও মাথায় তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের ক্ষত এবং মুখে রক্ত ছিল। পুলিশের মতে, ১৬ নভেম্বর সবজি মান্ডি থানার এএসআই ধর্মেন্দ্র (নং ২৯/রেলওয়ে, পিআইএস নং ২৮৮৮৩৯৪৯) থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, রেললাইনের কাছে অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলার পোশাক ছেঁড়া ছিল ও মুখ এবং মাথায় গভীর চোট আছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই এই চোট হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া একটি মহিলাদের স্যান্ডেল ও একটি পুরুষদের স্যান্ডেলও পাওয়া গিয়েছে। এগুলো অপরাধের সঙ্গেই যুক্ত কি না সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ তাঁর পরিবার বা পরিচিতদের খোঁজ করছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার আগে ওই মহিলার গতিবিধি বা সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ক্ষতের ধরন দেখে মনে করা হচ্ছে অত্যন্ত নৃশংসভাবে এই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কেন এই মহিলার ওপর কারও‌র এতটা বিতৃষ্ণা থাকতে পারে সেই নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। মহেন্দ্র পার্ক থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখতে একাধিক দল গঠন করেছে দিল্লি পুলিশ।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে অযথা দেরি কেন, প্রশ্ন তুললেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি: প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে অস্বাভাবিক দেরি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সেনাপ্রধান। মোদি সরকারের আত্মনির্ভর ভারত নীতিকেই কাঠগড়ায় তুলে দিলেন দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস অনিল চৌহান। তাঁর মন্তব্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের পরে দেশে যখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় চলছে ঠিক সেই সময়ে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে অস্বাভাবিক দেরি করছে ভারতীয় সংস্থাগুলি। এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিডিএস অনিল চৌহান। এই প্রসঙ্গেই পরোক্ষে সিডিএস

স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন মোদি সরকারের আত্মনির্ভর ভারত নীতিকে। এই ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সংস্থাগুলির 'দেশপ্রেম' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিডিএস অনিল চৌহান। তাঁর কথায়, আপনারা (ভারতীয় সংস্থাগুলি) একটি চুক্তি সম্পাদন করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য অঙ্গীকার করছেন। তারপরে চুক্তিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সেই সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারছেন না। এটা চলতে পারে না। এই ভাবে আপনারা আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে দিতে পারেন না। আপনাদের মধ্যে কিছুটা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গেই সিডিএস অভিযোগ করেন, বহু ক্ষেত্রেই তিনি জানতে পেরেছেন যে ভারতীয় সংস্থাগুলির নিজস্ব ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে বলে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না, সাফ জানান সিডিএস অনিল চৌহান।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত-চিন বিমান পরিষেবা ফের চালু করছে এয়ার ইন্ডিয়া। ছয় বছর পর এই পরিষেবা আবার শুরু হতে চলেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি ও সাংহাইয়ের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হবে বলে অনুমান

সৌদি আরবে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৪২ জন ভারতীয় তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

জেদ্দা: মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনে যাওয়া ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বাসে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সোমবার ভোরে মক্কা থেকে মদিনাগামী বাসটি মুফরিহাত-এর কাছে একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এই মর্মান্তিক সংঘর্ষে হায়দরাবাদ থেকে যাওয়া অন্তত ৪২ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংঘর্ষের ভয়াবহতা ছিল মারাত্মক, যার ফলে ঘটনাস্থলেই বহু যাত্রী প্রাণ হারান এবং গুরুতর আহত হন আরও অনেকে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই জরুরি পরিষেবা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ শুরু করে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। জেদ্দায় ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত সহায়তার জন্য একটি ২৪x৭ কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। মিশনের পক্ষ থেকে একটি টোল-ফ্রি নম্বর সহ জরুরি হেল্পলাইন নম্বর শেয়ার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন। বিদেশ দফতর জানিয়েছে, রিয়াধের ভারতীয় দূতাবাস এবং জেদ্দার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিক এবং তাদের পরিবারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মুখ্যসচিব কে রামকৃষ্ণ রাও এবং ডিজিপি বি শিবধর রেড্ডিকে দ্রুত নিহতদের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে এবং তেলেঙ্গানার কতজন যাত্রী দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে ছিলেন তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। তেলেঙ্গানা সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রক এবং সৌদি দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় করছে।

ঢাকার অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়

পক্ষপাতদুষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার ঢাকার ট্রাইব্যুনালে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষিত হল। একইসঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে। আরেক অভিযুক্ত তৎকালীন পুলিশের আইজি আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁর সাজা কমিয়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। রায় ঘোষণার পর আদালতকক্ষে হাততালি দিতে দেখা যায় ইউনুস সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা আইনজীবীদের। রায় ঘোষণার সময় কিছু অডিও ক্লিপ ও রাজসাক্ষীর বয়ান উল্লেখ করেন বিচারপতি গোলাম মুর্তাজার নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ। রায় ঘোষণার আগে থেকেই ঢাকা-সহ বিভিন্ন জেলায় হিংসাত্মক কাজকর্ম শুরু হয়। ঢাকার ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে দাবি ওঠে, মুজিবের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে ফুটবল খেলার মাঠ করতে হবে। এদিকে রায় ঘোষণার পরই এক প্রতিক্রিয়ায় ভারতে অজ্ঞাতবাসে থাকা শেখ হাসিনা লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, পক্ষপাতদুষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত এই রায় প্রত্যাশিতই ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের নির্লজ্জ, খুনি মনোভাবের প্রতিফলন এই রায়। আওয়ামি লিগকে ধ্বংস করতে এই কাজ করা হয়েছে।

এক্সে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

৬৩টি কেন্দ্র, ৮০,০০০+ দৈনিক পরামর্শ—এর ফলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-সহায়তা পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। উপকৃত হচ্ছেন কোটি কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী। মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা ঘোচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ১৪ বছরে বাংলার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি-সহ নার্সিং ট্রেনিং কলেজ, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নতুন হাসপাতাল, ডাক্তার নিয়োগ। ডাক্তারদের বেতন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। কলকাতা শহরে এসএসকেএম হাসপাতালের ভোল পাল্টে গিয়েছে। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবায় দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা বাংলা।

প্রত্যাহার করুন নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

১০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মধ্যস্থতাকারীর কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছে। তারপর এদিন ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের চিঠির শুরুতেই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা নিয়ে আগের চিঠির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই নিয়োগের আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা পরামর্শ করা হয়নি। তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছে কেন্দ্র। এই পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ একতরফা এবং স্বৈরাচারী বলে নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে তিনি সাংবিধানিক এবং আইনি যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, দার্জিলিং অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অঞ্চলটি 'গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) অ্যাক্ট, ২০১১' দ্বারা পরিচালিত হয়, যেটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, উক্ত আইনে সরকার বলতে স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই বোঝানো হয়েছে। তাঁর জোরালো অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে দার্জিলিংয়ের মতো একটি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার কোনও সাংবিধানিক এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। তিনি ১০ নভেম্বরের এই আদেশকে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সংবিধানের সরাসরি লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ সংবিধানের ষষ্ঠ, সপ্তম এবং একাদশ তফসিলে বর্ণিত কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বিভাজনের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শুধুমাত্র আইনি নয়, রাজনৈতিকভাবেও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নির্লজ্জ হানা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভাবনার উপর আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ২০১১ সাল থেকে রাজ্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াংয়ের অশান্ত পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। তাঁর আশঙ্কা, কেন্দ্রের এই নতুন পদক্ষেপ আসলে পাহাড়ের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করে এই স্বৈরাচারী আদেশটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

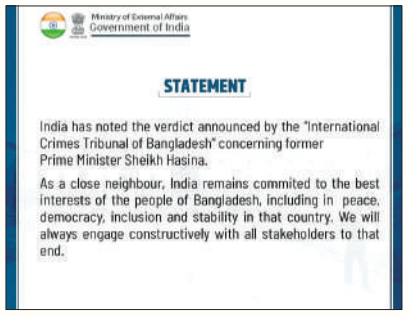

বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় ঘোষণার পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকাভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)-এর তরফে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে লক্ষ্য করেছে ভারত। একইসঙ্গে ভারত আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে ভারত সংশ্লিষ্ট দেশে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং স্থিতিশীলতা-সহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধ রয়েছে। আমরা সেই লক্ষ্যে সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সবসময় গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকব। এর আগে, গত বছর দেশব্যাপী ছাত্র বিদ্রোহের ওপর সহিংস দমন-পীড়নের অভিযোগ তুলে মামলা করা হয় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকার জন্য ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এরপরই ঢাকার তরফে অবিলম্বে তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য নয়াদিল্লিকে অনুরোধ করা হয়। ঢাকা প্রায়শই এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে গত বছর ছাত্রদের বিক্ষোভের পর শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর থেকে ভারতেই বসবাস করছেন। দুই পক্ষের মধ্যে থাকা দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত জুলাইয়ের সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দেশের প্রাক্তন নেত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের সতর্কবার্তা: কোনও দেশ হাসিনাকে আশ্রয় দিলে তা একটি চরম অবন্ধুসুলভ কাজ এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি চরম অবজ্ঞা বলে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ নয়াদিল্লিকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছিল।

ডাকা হয়েছে সব প্রার্থীদের

(প্রথম পাতার পর)

আদালতে যাবেন। যা বলবার তাঁরা সেখানে বলবেন। অভিযোগ উঠছে, অনেক যোগ্য ডাক পাননি। সেই অভিযোগ উড়িয়ে ব্রাত্য বলেন, কোনও যোগ্য প্রার্থী যেন বঞ্চিত না হন সেদিকে রাজ্য সরকারের নজর আছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শূন্যপদ বাড়ানো যায় কি না তা নিয়ে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আমার কথা হয়েছে। তাই আমার আবেদন, আপনার ধৈর্য ধরুন, কেউই বঞ্চিত হবেন না। সেই সঙ্গে তিনি জোরের সঙ্গেই আরও একবার সাফ জানিয়ে দেন, একজন দাগি প্রার্থীকেও ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়নি। আর যাঁদের ডাকা হয়েছে তাঁদের সমস্ত নথি ভেরিফিকেশন করা হবে। সব ঠিক থাকলে তবেই তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবেন, নাহলে বাদ যাবেন। এদিকে ইন্টারভিউয়ে ডাক না পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু বলেন, আমি এনিয়ে কিছু বলতে পারব না। কারণ, তাঁরা কী দাবি জানিয়েছেন, আমি এখনও পর্যন্ত জানি না। এই আন্দোলনের যাঁরা সামনের সারিতে আছেন তাঁরা আমায় কিছু জানাননি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতের অন্ধকার আকাশে উল্কাপাত। বিজ্ঞানের ভাষায় ‘লিওনিড মেটিওর শাওয়ার’। আগামী ডিসেম্বরেই দেখা যাবে এই উল্কাপাত। ঘণ্টায় ৬০টি করে তারা খসে পড়বে

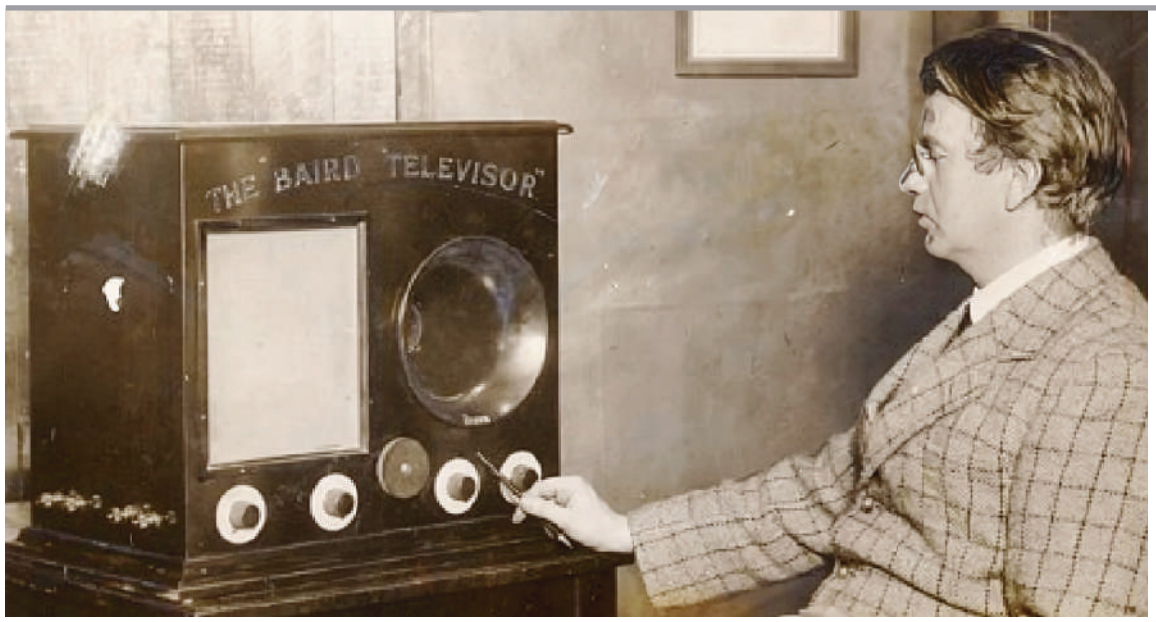

বাক্স কিন্তু বোকা নয়

বোকা বাক্সের বদনাম তার আজও ঘোচেনি। অনেকেরই চক্ষুশূল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোটা বিশ্ব তার হাতের মুঠোয়। কী করে এল টেলিভিশন? সামনেই ‘বিশ্ব টেলিভিশন দিবস’। সেই উপলক্ষে টেলিভিশন আবিষ্কারের গল্প বললেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সারা বিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর আজ আমাদের নখদর্পণে, তার সব কৃতিত্বই টেলিভিশন নামক ম্যাজিক বাক্সটির। ‘বোকা বাক্স’ বলে যতই তার বদনাম করা হোক না কেন, এই যন্ত্রটি ছাড়া অচল সবকিছু। রাজনৈতিক তরজা, মিটিং, মিছিল থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিস্থিতির তাজা ফুটেজ, ভাল ভাল সিনেমা, সিরিয়াল, ক্রিকেট ম্যাচ, ফুটবল ম্যাচ—ওই বোকা বাক্সই ভরসা। ১৯৯৬ সাল থেকে জাতিসংঘ বিশ্ব টেলিভিশন দিবস দিনটি পালন করা শুরু করে ২১ নভেম্বর।

টেলিভিশন আবিষ্কার

‘টেলিভিশন’ শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘tele’ অর্থাৎ দূর এবং ল্যাটিন শব্দ ‘vision’ অর্থাৎ দেখা থেকে, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘দূরে বসে দেখা’। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে ছবি পাঠানোর কৌশল নিয়ে যখন গবেষণা শুরু করলেন। ১৮৬২ সালে তারের মাধ্যমে প্রথম স্থির ছবি পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। এরপর ১৮৭৩ সালে বিজ্ঞানী মে ও স্মিথ, ইলেকট্রনিক সিগন্যালের মাধ্যমে ছবি পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পরে আরও তিন বিজ্ঞানী পল নিপকো, জন লোগি বেয়ার্ড এবং ফিলো টেলর ফার্নসওয়ার্থ এই কাজে নিযুক্ত হন। জার্মান বিজ্ঞানী পল নিপকো ‘Nipkow disk’ নামে একটি যান্ত্রিক ডিভাইস তৈরি করলেন যে ডিভাইসটি একটা ছবিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে পাঠাতে সাহায্য করত। এটিই ছিল প্রথম স্ক্যানিং মেকানিজম যা টেলিভিশন আবিষ্কারের প্রথম ধাপ। এরপর স্কটিশ বিজ্ঞানী জন লোগি বেয়ার্ড ১৯২৫ সালে প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন।

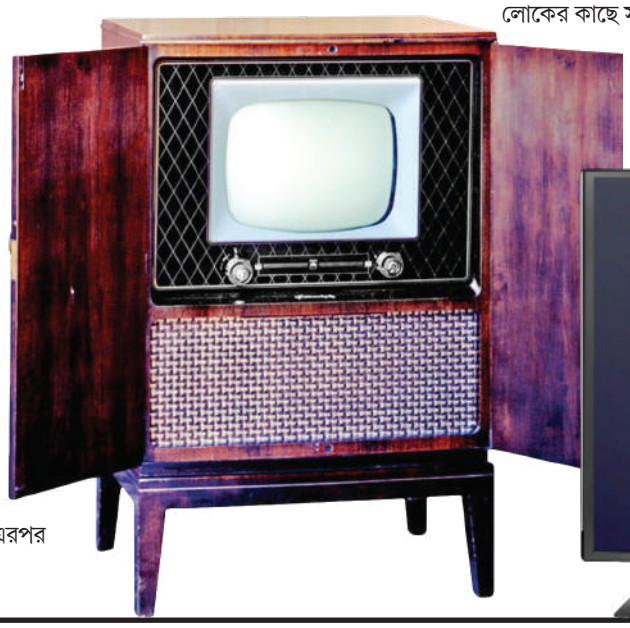

লোগি বেয়ার্ডের প্রচেষ্টা

স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার লোগি বেয়ার্ডের জন্ম স্কটল্যান্ডের ১৮৮৮ সালে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন লোগি। এরপর গবেষণায় নিযুক্ত হন। সেই সময় ঠিকঠাক খাবারও জুটত না তাঁর। বাধা সত্ত্বেও প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বেতারে ছবি ধরার কাজ নিয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন। একটি ঘরে তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি ছিল ও পাশের ঘরে একটা পর্দা টাঙানো ছিল। একদিন তিনি সেই পর্দায় একটা যন্ত্রের ছবি উঠছে দেখে চমকে উঠলেন।

সেই ছবিটি যে পাশের ঘরে রাখা যন্ত্রের, সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। তরুণ বিজ্ঞানী জন লোগি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন আর একটু চেষ্টা করলেই তিনি সফল হবেন। এরপর লন্ডনে এসে এই গবেষণার জন্য বহু লোকের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সাহায্য পান না। সকলেই তাঁকে পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না বেয়ার্ড। একাই চেষ্টা করতে লাগলেন। গোলাকার একটা স্ক্যানিং ডিস্ক, নিয়নবাতি আর একটা ফটো ইলেকট্রিক সেল, এই ছিল তাঁর সম্বল। ঘূর্ণায়মান স্ক্যানিং ডিস্কের অসংখ্য ছিদ্রপথে এসে যে আলোকরশ্মি কোনও বস্তুর ওপর পড়ছে তাকে ফটো ইলেকট্রিক সেলের মাধ্যমে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই তড়িৎ শক্তিকে পুনরায় আলোক ফলিত করে তোলা সম্ভব হল শেষপর্যন্ত। সফল হল বেতারে ছবি পাঠানোর কৌশল। টেলিভিশনের আবিষ্কার হল এভাবেই।

প্রথম টিভির প্রদর্শন

প্রথম যে পরীক্ষাটি বেয়ার্ড দেখিয়েছিলেন তখন দূরত্বটা ছিল কয়েকশো গজ মাত্র। তাঁর পরীক্ষার জায়গা থেকে কিছু দূরে একটি ঘরের মধ্যে দর্শকদের বসিয়েছিলেন। দর্শকদের সামনে ছিল একটা যন্ত্র ও একটা পর্দা। তারপর তিনি পরীক্ষাগারে চলে যান। এক সময় দর্শকরা দেখতে পায় সিনেমার পর্দার মতো সচল মানুষের মূর্তি। ২ অক্টোবর বেয়ার্ড ইতিহাসের প্রথম টিভি নিয়ে হাজির হলেন সবার সামনে। এটাতে প্রতি সেকেন্ডে ১২.৫টা করে ছবি দেখা যেত। অর্থাৎ প্রথমবারের মতো টিভির মাধ্যমে চলমান প্রোগ্রাম দেখানো সম্ভব হল।

টেলিভিশনের জয়যাত্রা

জানা যায় মার্কিন বিজ্ঞানী ফানসওয়ার্থ ১৯২৭ সালে বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সিস্টেম তৈরি করেন। তিনি ক্যাথোড রে টিউব (CRT) ব্যবহার করে ছবি পাঠানোর কৌশল উদ্ভাবন করেন, যা পরবর্তী সময়ে টেলিভিশন প্রযুক্তির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।

প্রথম দিককার টেলিভিশনগুলো ছিল যান্ত্রিক। এগুলোতে ঘূর্ণায়মান ডিস্ক ব্যবহার করে ছবিকে স্ক্যান করা হত এবং তা আলোক সংকেতে রূপান্তরিত হত। তবে এটা ছিল খুব ধীর পদ্ধতি। ফার্নসওয়ার্থের তৈরি ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠে। এতে হাই রেজোলিউশনের ছবি দ্রুত গতিতে পাঠানো সম্ভব হয়।

১৯৩০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে টেলিভিশনের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৩৬ সালে বিবিসি (BBC) বিশ্বের প্রথম নিয়মিত টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। টেলিভিশন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু হয় ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টেলিভিশনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে এবং টেলিভিশন গণমাধ্যম হিসেবে ব্যাপক বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

গবেষণারত জন লোগি বেয়ার্ড

বাড়তে থাকে প্রযুক্তিগত উন্নতি

প্রথম দিকের টেলিভিশনগুলো ছিল সাদা-কালো। ১৯৫৩ এর শেষের দিক থেকে NBC ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৬০-এর দশকে রঙিন টেলিভিশন ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে টেলিভিশন আসে ১৯৫৯ সালে। ১৯৬২ সালে ‘Telstar’ নামক প্রথম কমার্শিয়াল টেলিযোগাযোগ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হয়, যার মাধ্যমে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিভিশন সম্প্রচার সম্ভব হয়। এর ফলে টেলিভিশনের ব্যাপ্তি বিশালভাবে বৃদ্ধি পায়। এরপর আসে কেবল টিভি। ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে কেবল টেলিভিশনের মাধ্যমে দর্শকরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে শুরু করে। ২০০০-এর দশকে টেলিভিশন প্রযুক্তি পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে ওঠে। HD, 4K, Smart TV, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত হয়।

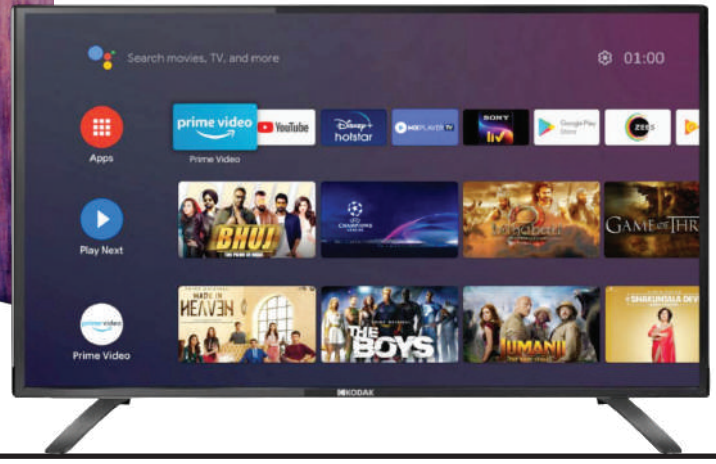

ছেলে দেখে না। যুবরাজকে নিয়ে অভিযোগ বাবা যোগরাজ সিংয়ের

২৮ বছর পর বিশ্বকাপে নরওয়ে

ইতালির ভাগ্য ঝুলেই থাকল

মিলান, ১৭ নভেম্বর : ১৯৯৮ সালের পর ২০২৬ সাল! দীর্ঘ ২৮ বছর পর ফের বিশ্বকাপের মূলপর্বে দেখা যাবে নরওয়েকে। বাছাই পর্বের ম্যাচে ইতালিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এই খরা কাটালেন আর্লিং হালান্ডরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক হালান্ড।

এদিকে, ঘরের মাঠে হেরে প্রবল চাপে ইতালি। চারবারের বিশ্বকাপজয়ীদের আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে প্লে-অফ খেলে। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। কারণ সেখান থেকে মাত্র চারটি দল মূলপর্বে উঠবে। শেষ দুই বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পায়নি আজ্জুরিরা। এবার তাদের সামনে টানা তৃতীয় বিশ্বকাপ না খেলার শঙ্কা।

ইতালির বিরুদ্ধে ড্র করলেই মূলপর্বের ছাড়পত্র পেয়ে যেত নরওয়ে। অন্যদিকে, সরাসরি মূলপর্বে খেলার জন্য অন্তত ৯ গোলের ব্যবধানে জিততেই হত ইতালিকে। মিলানে আয়োজিত ম্যাচে ১১ মিনিটেই ফ্রানসেস্কো পিও এসপোসিতোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আজ্জুরিরা। ওই সময় কিছুটা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলছিল নরওয়ে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝাঁপান হালান্ডরা। ৬৩ মিনিটেই আন্তোনিও নুসার গোলে ১-১। এরপর হালান্ড-ঝড়ে কার্যত উড়ে যায় ইতালি। ৭৮ ও ৭৯ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করেন হালান্ড। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ১৬টি গোল করে ফেললেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা। সংযুক্ত সময়ে নরওয়ের চার নম্বর গোলটি করেন জুরগেন স্ট্রান্ড লারসেন।

ইতালিকে উড়িয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে ওঠার পর উৎসব হালান্ডদের।

এদিকে, আফ্রিকার বাছাই পর্বে বড় চমক দিল কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। তারকাখচিত নাইজেরিয়াকে প্লে-অফের ফাইনালে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে তারা। নির্ধারিত সময়ের ফল ছিল ১-১। টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। ফলে ছিটকে গেল নাইজেরিয়া। এর আগে ১৯৭৪ বিশ্বকাপ খেলেছিল কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। তবে তখন দেশটার নাম ছিল জাইরে।

আইপিএল নেতৃত্ব নিয়ে রাহুল

ব্যাখ্যা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম

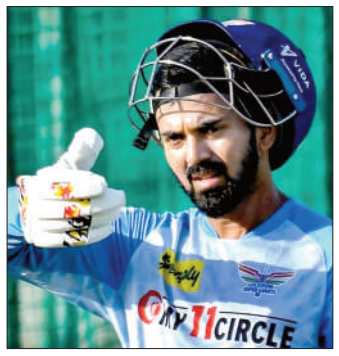

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : ২০২৪ সালের আইপিএলে তিনি ছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক। সেবার দল প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়াতে মাঠেই ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের ধমক খেতে হয়েছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারেননি কে এল রাহুল। এক সাক্ষাৎকারে নাম না করে খোঁচা দিয়েছেন প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে।

রাহুলের বক্তব্য, আইপিএলে অধিনায়ক হিসাবে যেটা সবথেকে বেশি বিরক্তিকর, সেটা হল ঘনঘন বৈঠক। প্রতিটি ম্যাচের আগে ও পরে প্রচুর বৈঠক হয়। দলের মালিকের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হয়। ১০ মাস দেশের হয়ে খেলে যতটা না ক্লান্ত হই, তার থেকে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ি আইপিএলের দুটো মাসে।

রাহুলের সংযোজন, ক্রমাগত প্রশ্ন শুনতে হয়, কেন এই বদল হল? কেন অমুক প্লেয়ারকে খেলানো হল? কেন বিপক্ষ ২০০ রান তুলল আর তোমরা ১২০ রানে আউট হলে? কেন ওদের স্পিনারদের বল বেশি ঘুরল? এতসব ব্যাখ্যা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। তিনি আরও বলেছেন, দেশের হয়ে খেলার সময় এত ব্যাখ্যা দিতে হয় না। কোচেরা জানেন কী হচ্ছে। ক্রিকেটাররা শুধু কোচ এবং নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহি করে থাকে। ওঁরা তো ক্রিকেট বোঝেন। কিন্তু যিনি ক্রিকেট বোঝেন না, তাঁকে ব্যাখ্যা দেওয়া খুব কঠিন। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের আইপিএলে লখনউ ছেড়ে রাহুল যোগ দেন দিল্লি ক্যাপিটালসে।

আলকারেজকে হারিয়ে ফের চ্যাম্পিয়ন সিনার

তুরিন, ১৭ নভেম্বর : টানা দ্বিতীয়বার এটিপি ফাইনালস খেতাব জয় জানিক সিনারের। বিশ্বের দু'নম্বর টেনিস তারকা মরশুম শেষ করলেন ট্রফি জিতেই। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারেজকে ৭-৬ (৭/৪), ৭-৫ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখলেন সিনার। এর আগে টানা দু'বার এটিপি ফাইনালস খেতাব জয়ের রেকর্ড রয়েছে একমাত্র কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের দখলে।

রানার্স আলকারেজকে সান্ত্বনা চ্যাম্পিয়ন সিনারের।

এটিপি ফাইনালস

চলতি মরশুমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন জিতেছেন সিনার। অন্যদিকে, আলকারেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফ্রেঞ্চ ওপেন এবং ইউএস ওপেনে। এবার মরশুমের শেষ টুর্নামেন্টে স্প্যানিশ প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিলেন সিনার। তবে সিনার স্ট্রেট সেটে জিতলেও, ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। প্রথম সেটের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। দ্বিতীয় সেটেও তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, এটিপি ফাইনালসে এই নিয়ে টানা ৩১ ম্যাচ জিতলেন সিনার। আর মাত্র চারটি ম্যাচ জিতলেই, নোভাক জকোভিচের টানা ৩৫ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলবেন। ট্রফি হাতে আবেগে ভেসে গিয়েছেন সিনার। তিনি বলেন, জয় দিয়ে মরশুম শেষ করতে পেরে দারুণ খুশি। কার্লোসের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা সব সময়ই দুর্দান্ত। ও অসাধারণ খেলোয়াড়। তাই ওর বিরুদ্ধে প্রতিটি জয়ই আমার কাছে স্পেশ্যাল। অন্যদিকে, ফাইনালে হারলেও, বছরটা দুর্দান্ত কাটল আলকারেজের জন্যও। এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করলেন স্প্যানিশ তারকা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সিনারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলকারেজ বলেন, জানিককে অভিনন্দন। যোগ্য হিসাবেই ও ট্রফি জিতেছে। এবার বিশ্রাম নেওয়ার পালা। তারপর নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু হবে। আশা করি, জানিক খুব ভালভাবে প্রস্তুতি নেবে। কারণ আমি ওর বিরুদ্ধে আরও অনেক ফাইনাল খেলার জন্য তৈরি থাকব।

বাংলার জয়

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ২৩ এলিটের একদিনের ম্যাচে উত্তরাখণ্ডকে ৬২ রানে হারাল বাংলা। সোমবার রাঁচির জেএসসিএ ওভাল মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলা ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৯২ রান তুলেছিল। আনাস আলি খান সর্বোচ্চ ৭৪ রান (৭৫ বলে) করেন। এছাড়া প্রয়াস রায়বর্মণ ৫২ বলে ৭০, সুমিত নাগ ২৭ বলে ৫৪ এবং অধিনায়ক শশাঙ্ক সিং ২৮ বলে অপরাজিত ৫০ রান করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে উত্তরাখণ্ড ৪৭.৩ ওভারে ৩৩০ রানে গুটিয়ে যায়।

অঙ্কিত ২০৫

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে অসমের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে বাংলা। অসমের প্রথম ইনিংসের ১৪৮ রানের জবাবে সোমবার ৭ উইকেটে ৫৬০ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলা। জবাবে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে অসমের স্কোর বিনা উইকেটে ৫৩। এখনও তারা পিছিয়ে রয়েছে ৩৫৯ রানে। বাংলার হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৪ বলে ২০৫ রান করেন তিনি। এছাড়া ১২৪ রান অধিনায়ক চন্দ্রহাস দাসের।

ট্রফি-খরা কাটাতে চান সাত্ত্বিক-চিরাগ

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সিডনি, ১৭ নভেম্বর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। আর মরশুমের প্রথম খেতাব জয়ের জন্য এই টুর্নামেন্টকে পাখির চোখ করছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি।

চলতি মরশুমে হংকং ওপেন এবং চিনা মাস্টার্সের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতীয় জুটিকে। তবে যেভাবেই হোক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মরশুম শেষ করতে মরিয়া সাত্ত্বিক ও চিরাগ। প্রথম রাউন্ডে তাঁদের প্রতিপক্ষ চিনা তাইপের জুটি চেং কো চি ও পো লি উই।

অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসে ভারতের সেরা বাজি লক্ষ্য সেন। এই বছরটা মোটেই ভাল কাটেনি লক্ষ্যর। চোট-আঘাতে জর্জরিত ভারতীয় শাটলার নিজের সেরা ফর্মের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি। তবে গত সপ্তাহে জাপান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন লক্ষ্য। ২৪ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলারকে প্রথম রাউন্ডে খেলতে হবে চিনা তাইপের সু লিং ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে। আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয়ও গোটা বছরজুড়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন। একের পর এক ব্যর্থতা রীতিমতো তাড়া করেছে প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বরকে। কানাডার ব্রায়ান ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অভিযান শুরু করবেন প্রণয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দেবেন প্যাট কামিন্স। এই নিয়ে টানা তৃতীয় বছর

মাঠে ময়দানে

18 November, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আজ ভারতের সামনে বাংলাদেশ

নিয়মরক্ষার ম্যাচেও চাপ টের পাচ্ছেন কোচ খালিদ

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর : মঙ্গলবার এএফসি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারত। দুটো দলই মূলপর্বের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। যদিও নিয়মরক্ষার ম্যাচেও চাপে রয়েছেন খালিদ জামিল।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় কোচ বলেন, চাপ আছে আমাদের উপরে। তা মেনে নিতেই হবে। বাংলাদেশ ভাল দল। তাই একটা ভাল ম্যাচের সাক্ষী থাকতে চলেছেন দর্শকেরা। আমাদের কাছেও এই ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে পজিটিভ রেজাল্টের জন্য আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

প্র্যাকটিসে ব্যস্ত মহেশ-সন্দেশরা। সোমবার।

এদিকে, দীর্ঘ ২২ বছর পর ফের বাংলাদেশের মাটিতে খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। শেষবার ঢাকায় দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল সেই ২০০৩ সালে। সেবার সাফ গোল্ড কাপে ভারতকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ফলে মঙ্গলবারের ম্যাচ নিয়ে স্থানীয় ফুটবল মহলে উন্মাদনা তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এশিয়ান কাপে প্রথম পর্বের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারাতে পারেনি ভারত। শিলংয়ে আয়োজিত ম্যাচটা গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। ওই ম্যাচে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক ঘটেছিল লেস্টর সিটির ফুটবলার হামজা চৌধুরির। মঙ্গলবারের ম্যাচেও হামজা বাংলাদেশের সেরা অস্ত্র। যদিও খালিদ বলছেন, আমরা কোনও একজন বিশেষ ফুটবলারকে নিয়ে ভাবছি না। বাংলাদেশ দলে অনেক ভাল ফুটবলার রয়েছে। তাই খুব কঠিন একটা ম্যাচ হতে চলেছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা আবার বলে দিলেন, দুটো দলই জেতার জন্য খেলবে। তাই চাপ দুটো দলেরই উপর রয়েছে। আমরা তিন পয়েন্টের জন্যই ঝাঁপাব। ভারতকে হারাতে পারি, এই বিশ্বাস আমার ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছে। এদিকে, তুমুল চর্চা চলছে অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভূত ভারতীয় রায়ান উইলিয়ামসকে নিয়ে। এখনও ছাড়পত্র পাননি রায়ান। কাবরেরা বলছেন, কে খেলব আর কে খেলবে না, তা নিয়ে ভাবছি না।

পন্থ অনেক সিঙ্গলস দিয়েছে, তোপ কাইফের

ময়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : শুভমন গিল প্রথম ইনিংসে দু-চারটে বল খেলেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর নেতৃত্বভার চলে এসেছিল সহকারী অধিনায়ক ঋষভ পন্থের হাতে। কিন্তু নেতা ঋষভের কড়া সমালোচনা করেছেন মহম্মদ কাইফ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বড় বেশি সিঙ্গলস উপহার দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন এই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার।

কাইফ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, আমরা ওদের বড্ড বেশি সিঙ্গলস নিতে দিয়েছি। তা না হলে ঘূর্ণি ট্র্যাককে চার স্পিনারের বিরুদ্ধে রান করা সহজ ছিল না। তাঁর পরামর্শ, একটা মিড অন রেখে পয়েন্টকে তুলে আনা উচিত ছিল। তাতে ব্যাটারদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যেত। ভারতীয় ফিল্ডাররা পিছনে ছিল। তাই ৭০-৮০ শতাংশ রান সিঙ্গলসে উঠেছে। পন্থ ভিতরে-বাইরে ফিল্ডার রেখেছিল।

তার উপর শুভমন না থাকার প্রভাব ছিল। পন্থের সবকিছু বুঝে নিতে সময় লেগেছে। কাইফ বলেছেন শুভমন মাঠে থাকলে পার্থক্য হত। দুই ইনিংসেই ও খেলতে পারেনি। যদি ৫০-১০০ রানের লিড থাকত ভারতের, তাহলে অন্য ফল হতে পারত। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে রাখতে পারতাম। শুভমনের মাঠে না থাকা, নেতা হিসাবে ওকে না পাওয়া একটা বড় মিস। শুভমন এই মুহূর্ত আমাদের সেরা ব্যাটার। ও দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়া করার সময় ছিল না। কিন্তু ওর মতো ব্যাটারকেই দরকার ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে কাইফের বক্তব্য হল, ওদের শক্তি ফিল্ডিং ও নেতৃত্ব। কেশবকে বসিয়ে মার্করামের হাতে বল তুলে দিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরের উইকেট নিয়েছিল বাভুমা। ওয়াশিংটন তখন সেট ব্যাটার। যেখানেই সুযোগ এসেছে ওদের ফিল্ডাররা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদের ফিল্ডিং ও বোলিং দেখুন। তাও কিন্তু চোটে থাকা রাবাডাকে ইডেনে পাওয়া যায়নি। বলেছেন কাইফ।

তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে এগোচ্ছে বাংলা

প্রতিবেদন : কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জি এলিটের গ্রুপ সি-র ম্যাচে বাংলা বেশ ভাল জায়গায় রয়েছে। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের রান ৪ উইকেটে ২৬৭। অসমের প্রথম ইনিংস ২০০ রানে শেষ হওয়ায় বাংলা হাতে ৬ উইকেট নিয়ে ৬৭ রানে এগিয়ে আছে।

সকালে ১৯৪-৮ নিয়ে খেলা শুরু করেছিল অসম। কিন্তু এদিন তাদের রান বেশি দূর এগোতে পারেনি। মাত্র ৬ রানের মধ্যে তাদের দুটি উইকেট পড়ে যায়। আগের দিনের নট আউট ব্যাটার সুমিত গাধিগাওকর ৫২ রানে ফিরে যান। অসমের ইনিংসও এরপর ঠিক ২০০ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ শামি ৬৪ রানে তিনটি ও সুরজ সিন্ধু জয়সোয়াল ২৪ রানে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। একটি উইকেট নেন ইশান পোড়েল। তবে শাহবাজ আমেদ ১০ ওভার বল করে ২৬ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি।

হাফ সেঞ্চুরির পর শাহবাজ। কল্যাণীতে।

শাহবাজ বল হাতে কিছু করতে না পারলেও দিনের শেষে ৬১ রানে নট আউট রয়েছেন। এছাড়া অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৬৬ ও শাকির হাবিব গান্ধী ৫৮ রান করেন। শাহবাজের সঙ্গে ২৫ রান করে ব্যাট করছেন সুমন্ত গুপ্ত। প্রথম দফায় ইতিমধ্যেই লিড পেয়ে যাওয়ায় বাংলার ঘরে তিন পয়েন্ট আসা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এবার সরাসরি জিতে ছয় বা বোনাস-সহ সাত পয়েন্টে চোখ অভিমন্যুর দলের। তাঁরা এবারের রঞ্জিতে এখনও অপরাজিত রয়েছেন।

৭ রানে বাংলা এদিন প্রথম উইকেট হারিয়েছিল। সুদীপ ঘরামি ১২ বলে ২ রান করে রান আউট হয়ে যান। তবে দ্বিতীয় উইকেটে শাকির ও অভিমন্যু মিলে ১২২ রান জুড়ে বাংলাকে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। শাকিরকে অবশ্য আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে ফিরে যেতে হয়েছে। এরপর অনুষ্টুপ মজুমদার পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রান করেন। বাংলার ইনিংসে অসমের আকাশ সেনগুপ্ত দুটি ও মুখতার হুসেন একটি উইকেট নিয়েছেন।

সকালে মাত্র ৩.২ ওভার স্থায়ী হয়েছিল অসমের ইনিংস। সুমিত শামির শিকার হন। সিনিয়র বঙ্গ পেসার আগের দিনও দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন। এদিন একটি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বোলিং নির্বাচকদের নজরে আসছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। অজিত আগারকর টেস্ট দেখতে কলকাতায় এলেও রঞ্জি দেখতে কল্যাণীতে শামির বোলিং দেখার আগ্রহ দেখাননি।

যুব ডার্বি অমীমাংসিত

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৮ এলিট ইয়ুথ লিগে সোমবার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ম্যাচ ১-১ ড্র হয়েছে। মোহনবাগান মাঠে আয়োজিত যুব ডার্বিতে প্রথমার্ধে প্রীতম গায়েনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রসঙ্গত, প্রীতম আবার গত মরশুমে ছিলেন মোহনবাগানে। এদিন পুরনো দলের বিরুদ্ধেই গোল করলেন তিনি। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে প্রেম হাঁসদার গোলে ১-১ করে দেয় মোহনবাগান। ফলে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে দুই দলকে। এদিকে, সোমবারই ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের শিবিরে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো ও প্রভসুখন গিল। ক্রেসপোর চোট ছিল। আর গিল জ্বরে ভুগছিলেন।

ইরানের ক্লাবকে হারিয়ে চমক দিল ইস্টবেঙ্গল

মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

প্রতিবেদন : মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুরন্ত জয় ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার চিনের উহানে 'মশাল গার্ল'রা ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইরানি ক্লাব বাম খাতুন এফসিকে। ইরানের ঘরোয়া লিগে ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন এই দল। গতবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। সেই দলের বিরুদ্ধে রীতিমতো দাপুটে ফুটবল খেলে জয় ছিনিয়ে নিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। ইতিহাস গড়ল প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবে মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে জিতে।

জয়ের উচ্ছ্বাস লাল-হলুদের মেয়েদের।

উহানের তাপমাত্র ছিল ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাড়কাঁপানো ঠান্ডা অবশ্য কাবু করতে পারেনি লাল-হলুদের মেয়েদের। চার মিনিটেই বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শিলকি দেবীর গড়ানে শট, ইরানি গোলকিপারকে পরাস্ত করে জালে জড়ায়। ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফাজিলা ইকওয়াপুটেরা। সতীর্থ আমনা নাবাবির লব বুক দিয়ে রিসিভ করে চমৎকার টোকায় গোল করেন ফাজিলা। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান ১-২ করেন বাম খাতুনের মোনা হামুদি।

দ্বিতীয়ার্ধেও মশাল গার্লদের প্রাধান্য বজায় ছিল। ৪৭ মিনিটে ফাজিলার শট গোললাইন সেভ হয়। ৭৮ মিনিটে ফের ফাজিলার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অবশেষে ৮৭ মিনিটে দুরন্ত শটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন রেস্টি নানজিরি।

ভলিবলে ফের সোনা বাংলার কন্যাশ্রীদের

প্রতিবেদন : মধ্যপ্রদেশে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে ভলিবলের অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার কন্যাশ্রীরা। ফাইনালে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে বাংলার মেয়েরা ২৫-২০, ২৫-১৫, ২৫-১৮ পয়েন্টে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ুকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীর হাত ধরে বাংলার মেয়েরা গোটা দেশে বাংলাকে যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে, এই সোনা জয় তারই আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হার না মানা মনোভাব এবং লড়াইয়ের মানসিকতার জন্য সোনাজয়ী বাংলা দলের খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফদের অভিনন্দন জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এর আগে উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে অনুষ্ঠিত ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের ভলিবলেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলার কন্যাশ্রীরা।

সোনা জিতে কন্যাশ্রীদের উচ্ছ্বাস।

মাঠে ময়দানে
18 November, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যাট হাতে তুলতে পারতাম না। তবু বিশ্বাস ছিল খেলতে পারি, কিছু অর্জন করতে পারি। বার্তা স্মৃতি মান্ধানার

রাজস্থানের কোচ হলেন সঙ্গকারা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : রাহুল দ্রাবিড়ের বিকল্প চূড়ান্ত করে ফেলল রাজস্থান রয়্যালস। সোমবার নতুন কোচ হিসাবে কুমার সঙ্গকারার নাম ঘোষণা করেছে তারা। গত আইপিএলে রাজস্থানের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর কোচিংয়ে নবম স্থানে শেষ করেছিল দল। আইপিএল শেষ হওয়ার পরেই দায়িত্ব ছাড়েন দ্রাবিড়। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক সঙ্গকারা অবশ্য এর আগেও রাজস্থানকে কোচিং করিয়েছেন। ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন হেড কোচ। গত বছর দ্রাবিড়কে কোচ করে সঙ্গকারাকে দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট করা হয়েছিল। এবার সেই পদের পাশাপাশি কোচের দায়িত্বও পালন করতে হবে তাঁকে। সঙ্গকারার কোচিংয়ে ২০২২ আইপিএলে ফাইনাল খেলেছিল রাজস্থান। যদিও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এক বিবৃতিতে সঙ্গকারা বলেছেন, রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হতে পেরে গর্বিত। আগামী মরশুমে ভাল ফল করতে চাই। একটা শক্তিশালী দলের পাশপাশি কোচিং স্টাফও খুব ভাল। সবাই মিলে ঝাঁপাব।

প্রাক্তনদের তোপে কোচ-নির্বাচক

দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাবেন শুভমন, খেলা অনিশ্চিত

প্রতিবেদন : নিউজিল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে ঘূর্ণি পিচ বানিয়ে আরও একবার ধরাশায়ী গৌতম গম্ভীরের ভারত। মাত্র আড়াই দিনে ইডেন টেস্ট হারের পর প্রবল সমালোচনার মুখে কোচ গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। সব মিলিয়ে গুয়াহাটি টেস্টের আগে রীতিমতো কোণঠাসা গম্ভীর-আগারকর জুটি।

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে, ক্রিকেটার ছুটি বাতিল করেছেন গম্ভীর। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সোমবার বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবার ইডেনে প্র্যাকটিস করবে গোটা দল। বুধবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটি উড়ে যাবেন। ভারতীয় শিবিরের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর শুভমন গিলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া। ভারতীয় অধিনায়ক টিম হোটেলেই রয়েছেন। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিও উড়ে যাবেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে শুভমনের খেলার সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, তিন-চারদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। তারপর শুরু হবে রিহ্যাব।

ইডেনের ঘূর্ণি পিচ নিয়ে গম্ভীরের গোয়ার্তুমির কড়া সমালোচনা করেছেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনারের বক্তব্য, গম্ভীর বলেছে, পিচে কোনও জুজু ছিল না। ব্যাটারদের আরও ভাল টেকনিক দেখানো উচিত ছিল। আমি ওর এই যুক্তি শুনে অবাক হচ্ছি। আড়াই দিনে একটা টেস্ট ম্যাচ শেষ হল! ব্যাটাররা ডিফেন্স করতে গিয়ে হয় স্লিপে ক্যাচ দিল, নয়তো এলবিডব্লু হল। এর পরেও গম্ভীর বলবে পিচে কোনও জুজু ছিল না! শ্রীকান্ত আরও বলেছেন, গম্ভীর বলছে, ভারতীয় ব্যাটাররা স্পিনের বিরুদ্ধে সচ্ছন্দ নয়। কোচ হিসাবে ও যখন এটা জানত, তখন কেন ঘূর্ণি পিচের জন্য জোরাজুরি করল? আমি তো ওর কথায় কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না!

এদিকে, ইডেনের হারের যাবতীয় দায় গম্ভীর ও আগারকরের উপর চাপিয়েছেন প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, সাদা বলের ফরম্যাটে আমরা দারুণ খেলছি। কিন্তু লাল বলে এমন পরিকল্পনা বজায় থাকলে, আমরা নিজেদের সেরা টেস্ট দল বলতে পারব না। টেস্টের দল নির্বাচনে কোনও স্বচ্ছতা নেই। ইংল্যান্ড সিরিজ ড্র করা ছাড়া, গত এক বছরে লাল বলের ফরম্যাটে আমাদের ফল অত্যন্ত খারাপ।

আরেক প্রাক্তন ওয়াসিম জাফরের বক্তব্য, মনে হচ্ছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে আমরা কিছুই শিক্ষা নিইনি। এই ধরনের পিচে বিপক্ষ ও আমাদের স্পিনারদের পার্থক্য কমে যায়। আমাদের উচিত পুরনো পিচে ফিরে যাওয়া। যে পিচে ২০১৬-'১৭ সালে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে আমরা নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে খেলেছিলাম।

জাতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটার মহম্মদ কাইফ তো আবার বোমা ফাটিয়েছেন! তাঁর দাবি, অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে ক্রিকেটারদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন গম্ভীর। কাইফের বক্তব্য, আমার তো মনে হচ্ছে কোচের কিছু সিদ্ধান্তে ক্রিকেটাররা দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সরফরাজ খান টেস্টে সেঞ্চুরি করেও জায়গা ধরে রাখতে পারেনি। সাই সুদর্শনও আগের টেস্টে ৮৭ রান করেও ইডেনে বাদ পড়ল। এতে ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে বাধ্য।

১২৪ রান তোলাই যেত : সানি

মাথায় রাখতে হত এটা পাঁচ দিনের টেস্ট

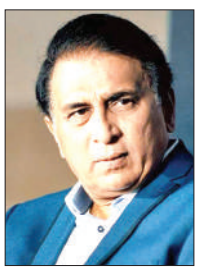

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : ইডেন ম্যাচের পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন গৌতম গম্ভীর। ঘূর্ণি উইকেট বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এই আবহে কোচের পাশেই দাঁড়ালেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন, ইডেনের উইকেট ভালই ছিল। শুধু ব্যাটারদের ধৈর্য ও মানসিকতায় সমস্যা রয়েছে। তিনি জানতে চেয়েছেন কেন ভারতীয় দলে কোনও টেম্বা বাভুমার মতো প্লেয়ার ছিল না। যিনি এমন উইকেটে রান করতেন।

গম্ভীর ইডেনে হেরে বলেছিলেন, আমরা এমনই উইকেট চেয়েছিলাম। কিউরেটর খুব ভাল কাজ করেছেন। আমার মনে হয় না উইকেট খারাপ ছিল। এখানে যারা টিকে থাকার ধৈর্য দেখিয়েছে তারা রান পেয়েছে। এরকম উইকেটে ডিফেন্স মজবুত থাকা জরুরি। যেরকমই উইকেট হোক, ১২৪ রান তোলা সম্ভব ছিল। শুধু মানসিক দৃঢ়তা দরকার ছিল।

প্রায় একই সুরে সানি বলেন, আমি গম্ভীরের সঙ্গে একমত। ১২৪ রান তোলা সম্ভব ছিল। অনেকে উইকেটের কথা বলছেন। হার্মারের ক'টা বল টার্ন করেছে? এটা খারাপ পিচ নয়। শুধু পাঁচ দিনের টেস্ট খেলছি এই মানসিকতা রাখতে হত। তাঁর মতে এখানে সাদা বলের কথা মাথায় রেখে তিনটি ডট বল খেললেই আপনি যদি চালিয়ে খেলতে চান, বিপদ ঘটবেই।

সানি এরপর বলেন, ভারতের কেউ বাভুমার মতো খেলতে পারেনি কেন? বাভুমার ব্যাটিং ছিল শিক্ষণীয়। স্পিনে দুর্বল তরুণ প্রজন্মকে তো ওর ব্যাটিং দেখতেই হবে। ভারতীয় ব্যাটারদের কাছে বাভুমা উদাহরণ ছিল। আগের দিন কী হয়েছিল তা হয়তো অনেকে ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু বাভুমা একটি অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন। ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন।

বাভুমাদের নজর গুয়াহাটিতে

প্রতিবেদন : ইডেনের পর এবার মিশন গুয়াহাটি! আত্মবিশ্বাসী টেম্বা বাভুমারা সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন।

১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইডেনের জয়ের পর তাই প্রোটিয়া সাজঘর বদলে গিয়েছিল উৎসবের মঞ্চে। শেষ মুহূর্তে চোটে ইডেন টেস্টে খেলতে পারেননি কাগিসো রাবাডা। তিনি সতীর্থদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। প্রোটিয়া পেসারের বক্তব্য, কে খেলতে পারল না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা ঠিকই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যাই। বাভুমা পাকিস্তান সফরে ছিল না। তবুও আমরা সিরিজ ড্র করেছিলাম। আমি ইডেনে খেলতে পারিনি। কিন্তু দল জিতেছে। এটাই প্রমাণ করে, আমাদের দল মানসিকভাবে কতটা শক্তিশালী।

কোচ শুকরি কনরাড ইডেন টেস্ট শুরুর আগেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ঘূর্ণি পিচ হলে কোনও সমস্যা নেই। আমাদের দলে ম্যাচ জেতানো স্পিনাররা রয়েছে। ইডেনে জয়ের পর বাভুমাদের কোচের আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকা এখন আর শুধু ফাস্ট বোলারদের দেশ নয়। আগে উপমহাদেশের সফরগুলোয় আমাদের দলে তেমন স্পিনার থাকত না। কিন্তু সেই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। আমরাও স্পিনারদের উপর ভরসা রাখছি। আমাদের ক্রিকেটে আরও চমক অপেক্ষা করছে।

সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। আত্মবিশ্বাসী কনরাড বলছেন, গুয়াহাটির পিচে হয়তো অন্য রকম চ্যালেঞ্জ থাকবে। তবে আমার ক্রিকেটাররা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি। পিচের চরিত্র যেমনই হোক, ওখানেও ভাল খেলার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী।

ইডেন টেস্টের সেরা সাইমন হার্মারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কনরাড বলেন, আমি তো হার্মারকে দলে নিতে মরিয়া ছিলাম। ও ফিরে আসায় আমাদের স্পিন বিভাগ শক্তিশালী হয়েছে। বৈচিত্র্য বেড়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের সেরা হয়েছিল সেনুরান মুথুস্বামী। অথচ ওকে ইডেনে ওকে আমরা খেলালামই না! এর থেকেই বুঝুন, আমাদের স্পিন আক্রমণের গভীরতা কতটা।

জয়ের আলিঙ্গন বাভুমা ও কোচ শুকরির। ইডেনে জয়ের পর।